টীকার বঙ্গানুবাদ—'ক্ষাত্রবৃদ্ধাৎ'—ক্ষত্রবৃদ্ধের পৌত্র কুশ হইতে প্রতির জন্ম হয় ॥ ১৬ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার নবম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের সপ্তদশ অধ্যায়ের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯।১৭ ॥

সহদেবস্ততো হীনো জয়সেনস্তু তৎসুতঃ ।
সংকৃতিস্তস্য চ জয়ঃ ক্ষত্রধর্ম্মা মহারথঃ ।
ক্ষত্রবৃদ্ধান্বয়া ভূপা ইমে শৃণ্বথ নাহুষান্ ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে আয়ুবংশঃ নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—(হর্য্যবলাৎ) সহদেবঃ, ততঃ (সহদেবাৎ) হীনঃ (বভূব) তৎ সুতঃ তু (তস্য হীনস্য সুতঃ) জয়সেনঃ (জয়সেনাৎ) সংকৃতিঃ তস্য চ (সংকৃতেঃ) মহারথঃ ক্ষত্রধর্ম্মা (যুদ্ধাদিতৎপরঃ) জয় (অজায়ত), ইমে (পূর্ব্বোক্তাঃ) ভূপাঃ (রাজানঃ) ক্ষত্রবৃদ্ধান্বয়া (ক্ষত্রবৃদ্ধবংশজাঃ ভবন্তি) অথ (অধুনা তু) নাহুষান্ (নহুষস্য অন্বয়ান্) শৃণু ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—হর্য্যবল হইতে সহদেব, সহদেব হইতে হীন জন্মগ্রহণ করেন। হীনের পুত্র জয়সেন, জয়সেন হইতে সংকৃতির উৎপত্তি, সংকৃতির পুত্র ক্ষাত্রধর্ম্মপরায়ণ মহারথ জয়। এই সকল নরপতি ক্ষত্রবৃদ্ধবংশে উৎপন্ন হন। সম্প্রতি নহুষের বংশবৃত্তান্ত শ্রবণ কর ॥ ১৭ ॥

ইতি অন্বয়, অনুবাদ, মধ্ব, তথ্য, বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের সপ্তদশাধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

যতির্যযাতিঃ সংযাতিরায়তির্বিয়তিঃ কৃতিঃ ।
ষড়িমে নহুষস্যাসন্নিন্দ্রিয়াণীব দেহিনঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

অষ্টাদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে নহুষ এবং যাঁহার পঞ্চপুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র তদীয় জরা গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই নহুষপুত্র যযাতির বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

নহুষের পঞ্চপুত্র। নহুষ সর্পত্ব প্রাপ্ত হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র যতি সন্ন্যাস-গ্রহণ করায় তদীয় মধ্যম পুত্র যযাতিই সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। যযাতি ক্ষত্রিয় হইয়াও দৈব প্রেরিত হইয়া ব্রাহ্মণ শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীর পাণিগ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি দেবযানীর সখী, বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠাকেও বিবাহ করিয়াছিলেন। ইহাদের পূর্ব্ববৃত্তান্ত এই যে—কোন সময় বৃষপর্ব্বা-কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা সহস্রসখীসঙ্গে দেবযানীসহ জলবিহার করিতেছিল, এমন সময় উমাসহ মহাদেবকে বৃষোপরি আরোহণপূর্ব্বক আসিতে দেখিয়া সহসা তীরে উঠিয়া সকলে নিজ নিজ বস্ত্র পরিধান করিতে লাগিল। শর্ম্মিষ্ঠা ভ্রমবশতঃ দেবযানীর বস্ত্র পরিধান করায় দেবযানী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শর্ম্মিষ্ঠাকে কুবাক্য প্রয়োগ করে। তাহাতে শর্ম্মিষ্ঠাও অতীব ক্রোধান্বিতা হইয়া দেবযানীর প্রতি নানাপ্রকার কটুবাক্য-প্রয়োগ করতঃ তাহাকে এক কূপমধ্যে নিক্ষেপ করে। দৈবযোগে সেই স্থানে রাজা যযাতি আসিয়া উপস্থিত হন এবং কূপ মধ্যে পতিত দেবযানীকে দেখিতে পাইয়া কৃপা পরবশ হইয়া তাঁহাকে ঐ কূপ হইতে উত্তোলন করেন। দেবযানী যযাতিকে পতিত্বে বরণ করিতে

ইচ্ছা প্রকাশ করিলে যযাতি স্বীকৃত হন। অনন্তর দেবযানী ক্রন্দন করিতে করিতে গৃহে গমনপূর্ব্বক শুক্রাচার্য্যকে বৃষপর্ব্বা-কন্যার ব্যবহার জ্ঞাপন করিলে শুক্রাচার্য্য বৃষপর্ব্বার প্রতি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নিজ পুর হইতে বহির্গত হইয়া তাহার (বৃষপর্ব্বার) গৃহে গমন করিলেন কিন্তু বৃষপর্ব্বা শুক্রাচার্য্যের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া স্তব স্তুতি দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করেন, অবশেষে নিজ কন্যা শর্ম্মিষ্ঠাকে শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীর দাসীরূপে প্রদান করিলেন। শর্ম্মিষ্ঠা দাসীরূপে দেবযানীসহ তাহার ভর্ত্তৃগৃহে গমন করে। তথায় দেবযানীকে পুত্রবতী দেখিয়া তাহারও হৃদয়ে দেবযানীর ন্যায় পুত্রবতী হইবার পিপাসা প্রবল হয় এবং ঋতু-কাল উপস্থিত হইলে একদিন গোপনে রাজা যযাতিকে আহ্বানপূর্ব্বক সঙ্গ প্রার্থনা করে। শর্ম্মিষ্ঠাকে গর্ভবতী দেখিয়া দেবযানীর মনে হিংসার উদয় হইল, সে ক্রোধে পিতৃগৃহে গমনপূর্ব্বক পিতার নিকট আনুপূর্ব্বিক ঘটনা বর্ণনা করিয়া শোক প্রকাশ করিলে শুক্রাচার্য্য যযাতিকে "তুমি জরা-গ্রস্ত হও" বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন, পরে যযাতির অনুরোধে অন্যের যৌবনত্বের সহিত তাহার নিজ বৃদ্ধত্বের বিনিময় করিবার শক্তি প্রদান করেন। পরে যযাতি স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র পুরুর যৌবনত্ব গ্রহণ করিয়া যোষিৎ-সঙ্গ-সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—দেহিনঃ (জীবস্য) ইন্দ্রিয়াণি ইব নহুষস্য ইমে (বক্ষ্যমাণঃ) যতিঃ, যযাতিঃ, সংযাতিঃ, আয়তি, বিয়তি, কৃতিঃ (ইতি নামানঃ) ষট্ (পুত্রাঃ) আসন্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন—(হে রাজন্ !) দেহধারি-জীবগণের ছয়টী ইন্দ্রিয়ের ন্যায় নহুষের যতি, যযাতি, সংযাতি, আয়তি, বিয়তি, কৃতি,—এই ছয়জন পুত্র ছিল ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

অষ্টাদশে দেবযানী শর্মিষ্ঠা কলহাদিকাঃ।
যথা যত্র জরাং পুরুর্যযাতেরগ্রহীৎ পিতুঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই অষ্টাদশ অধ্যায়ে দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠার কলহাদি এবং পুরু পিতা যযাতির জরা যেভাবে গ্রহণ করেন, তাহা বর্ণিত হইয়াছে॥০॥

রাজ্যং নৈচ্ছদ্ যতিঃ পিত্রা দত্তং তৎপরিণামবিৎ।
যত্র প্রবিষ্টঃ পুরুষঃ আত্মানং নাববুধ্যতে ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—তৎপরিণামবিৎ (তৎ তস্য রাজ্যস্য পরিণামম্ অনর্থাবহত্বং বেত্তীতি পরিণামবিৎ) যতিঃ (জ্যেষ্ঠঃ) পিত্রাঃ (নহুষেণ) দত্তং রাজ্যং ন ঐচ্ছৎ (ন অভিলষিতবান্) যত্র (রাজ্যে) প্রবিষ্টঃ (যমধি কুর্ব্বন্) পুরুষঃ (জীবঃ) আত্মানম্ (আত্মস্বরূপং) ন অববুধ্যতে (ন জানাতি) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—রাজত্বের পরিণাম অনর্থ মাত্র জানিয়া জ্যেষ্ঠপুত্র যতি পিতৃদত্ত রাজ্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না, কারণ রাজ্যে প্রবিষ্ট ব্যক্তির আত্ম-স্বরূপ বোধ থাকে না ॥ ২ ॥

পিতরি ভ্রংশিতে স্থানাদিন্দ্রাণ্যা ধর্ষণাদ্দ্বিজৈঃ।
প্রাপিতেঽজগরত্বং বৈ যযাতিরভবন্নৃপঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—ইন্দ্রাণ্যাঃ (শচ্যাঃ) ধর্ষণাৎ (সংস্পর্শ-নিমিত্তাৎ) দ্বিজৈঃ (শচ্যা বিজ্ঞাপিতৈঃ অগস্ত্যাদিভিঃ) পিতরি (নহুষে) স্থানাৎ (স্বর্গাৎ) ভ্রংশিতে (স্বর্গাৎ সর্প সর্প ইতি উক্তি-পূর্ব্বকং ত্যাজিতে ততশ্চ) অজগরত্বং (সর্পত্বং) প্রাপিতে (সতি) যযাতিঃ বৈ নৃপঃ অভবৎ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্রপত্নী শচীর প্রতি ধৃষ্টতা ব্যবহার করায় পিতা নহুষ স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অগস্ত্যাদি ঋষিগণ কর্ত্তৃক অজগরত্ব প্রাপ্ত হইলে যযাতিই নৃপতি হইলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—স্থানাৎ স্বর্গাৎ দ্বিজৈরগস্ত্যাদিভিঃ ॥৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্থানাৎ'—স্বর্গ হইতে, 'দ্বিজৈঃ'—অগস্ত্যপ্রমুখ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক (ভ্রষ্ট হইয়া নহুষ অজগরত্ব প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার পুত্র যযাতি রাজা হইয়াছিলেন।) ॥ ৩ ॥

চতসৃষ্বাদিশদ্দিক্ষু ভ্রাতৄন্ ভ্রাতা যবীয়সঃ।
কৃতদারো যুগোপোর্ব্বীং কাব্যস্য বৃষপর্ব্বণঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—ভ্রাতা (যযাতিঃ) যবীয়সঃ (কনিষ্ঠান্) ভ্রাতৄন্ (চতুরঃসংযতিপ্রভৃতীন্) চতসৃষু দিক্ষু আদিশৎ (পালনার্থং নিযোজিতবান্) স্বয়ং কাব্যস্য

(শুক্রস্য) বৃষপর্ব্বণঃ (দানবস্য চ কন্যাভ্যাং) কৃতদারঃ (কৃতবিবাহঃ সন্) উর্ব্বীং (পৃথিবীং) জুগোপ (পালয়ামাস) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—যযাতি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃ-চতুষ্টয়কে চতুর্দ্দিক পালনার্থ আদেশ করিলেন এবং স্বয়ং শুক্রাচার্য্যের দেবযানী এবং বৃষপর্ব্বার শর্ম্মিষ্ঠা নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করিয়া পৃথিবী পালন করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—কাব্যস্য শুক্রস্য কন্যয়া বৃষপর্ব্বণশ্চ কন্যয়া কৃতদারঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৃতদারঃ'—যযাতি শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানী ও বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠাকে বিবাহ করিয়া পৃথিবী পালন করিতে লাগিলেন ॥ ৪॥

শ্রীরাজোবাচ—

ব্রহ্মর্ষির্ভগবান্‌কাব্যঃ ক্ষত্রবন্ধুশ্চ নাহুষঃ ।
রাজন্যবিপ্রয়োঃ কস্মাদ্বিবাহঃ প্রাতিলৌমিকঃ ॥৫॥

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা উবাচ,—(শুকদেবং প্রতি) ভগবান্ কাব্যঃ (শুক্রঃ) ব্রহ্মর্ষিঃ (ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠঃ) নাহুষঃ চ (যযাতিশ্চ) ক্ষত্রবন্ধুঃ (ক্ষত্রিয়বর্ণঃ অতঃ) রাজন্যবিপ্রয়োঃ (ক্ষত্রিয়ব্রাহ্মণয়োঃ) কস্মাৎ (হেতোঃ) প্রাতিলৌমিকঃ (কনিষ্ঠবর্ণেন জ্যেষ্ঠবর্ণস্য কন্যায়াঃ পাণিগ্রহণরূপঃ) বিবাহঃ (অভূৎ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিলেন—হে ভগবন্ ! শুক্রাচার্য্য ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ আর নহুষ ক্ষত্রকুলোদ্ভুত, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের প্রতিলোম বিবাহ কিরূপে হইল ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রাহ্মণকন্যাগ্রহণশ্রবণাৎ যযাতিঃ ক্ষত্রবন্ধুপদেন নির্দ্দিষ্টো রাজ্ঞা অজ্ঞাতচরতত্ত্বেনৈবেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ক্ষত্রবন্ধুশ্চ নাহুষঃ'—ব্রাহ্মণকন্যার পাণিগ্রহণ শ্রবণ করিয়া, মহারাজ পরীক্ষিৎ তাহার তত্ত্ব (বিবরণ) না জানিয়াই যযাতিকে এখানে 'ক্ষত্রবন্ধু'—(ক্ষত্রিয়াধম) পদে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ৫ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

একদা দানবেন্দ্রস্য শর্ম্মিষ্ঠা নাম কন্যকা ।
সখীসহস্রসংযুক্তা গুরুপুত্র্যা চ ভামিনী ॥ ৬ ॥
দেবযান্যা পুরোদ্যানে পুষ্পিতদ্রুমসঙ্কুলে ।
ব্যচরৎ কলগীতালিনলিনীপুলিনেঽবলা ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(পরীক্ষিতং প্রতি নাত্র প্রতিলোমতাদোষঃ ঈশ্বরঃ ঘটনাদিতি দর্শয়ন্ কথামাহ একদেত্যাদি) একদা দানবেন্দ্রস (বৃষপর্ব্বণঃ) ভামিনী (অতিকোপনা) অবলা শর্ম্মিষ্ঠা নাম কন্যকা সখীসহস্রসংযুক্তা (সখীনাং সহস্রেণ সংযুক্তা সতী) গুরুপুত্র্যা চ (গুরোঃ শুক্রস্য পুত্র্যা কন্যয়া) দেবযান্যা চ (সহ) পুষ্পিতদ্রুমসঙ্কুলে (পুষ্পিতৈঃ দ্রুমৈঃ বৃক্ষৈঃ সঙ্কুলে ব্যাপ্তে) কলগীতালিনলিনীপুলিনে (কলগীতাঃ মধুরশব্দায়মানাঃ অলয়ো যেষু তানি নলিনীপুলিনানি যস্মিন্ তস্মিন্) পুরোদ্যানে (অন্তঃপুরবৃক্ষবাটিকায়াং) ব্যচরৎ (পরিবভ্রাম) ॥ ৬-৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন—একদিন বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা সহস্র সখী-সঙ্গে গুরুপুত্রী দেবযানীর সহ পুরী মধ্যস্থ উদ্যানে বিচরণ করিতেছিল । সেই স্থান পুষ্পভারাবনত বৃক্ষ সমূহে পরিপূর্ণ ছিল এবং তত্রস্থ নলিনী পুলিনে অলিকুল মধুর শব্দ করিতে করিতে বিহার করিতেছিল ॥ ৬-৭ ॥

বিশ্বনাথ—দানবেন্দ্রস্য বৃষপর্ব্বণঃ । কলগীতালয়ো যেষু তথাবিধানি নলিনী পুলিনানি যস্মিংস্তত্র ॥ ৬-৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দানবেন্দ্রস্য'—দানবরাজ বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা । 'কলগীতালি-নলিনীপুলিনে'—অব্যক্ত মধুর গীত যাহাদের, তাদৃশ ভৃঙ্গগণ যেখানে, সেই সকল নলিনী-পুলিন অর্থাৎ পদ্মবন যেখানে তথায়, (অর্থাৎ ভ্রমরগুঞ্জনমুখর পদ্মপুষ্প-শোভিত সরোবরের তীরে সখীসহস্র-পরিবৃতা শর্ম্মিষ্ঠা দেবযানীর সহিত বিচরণ করিতেছিলেন ।) ॥ ৬-৭ ॥

তা জলাশয়মাসাদ্য কন্যাঃ কমললোচনাঃ ।
তীরে ন্যস্য দুকূলানি বিজহ্রুঃ সিঞ্চতীর্মিথঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—কমললোচনাঃ (পদ্মলোচনাঃ) তাঃ

কন্যাঃ, জলাশয়ম্ আসাদ্য (প্রাপ্য) তীরে (জলাশয়তীরে) দুকূলানি (পট্টবস্ত্রাণি) ন্যস্য (নিধায়) মিথঃ সিঞ্চতীঃ (অন্যোন্যং জলপ্রক্ষেপং কুর্ব্বন্ত্যঃ) বিজহ্রুঃ (জলবিহারং চক্রুঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—পদ্মনয়না সেই কন্যাগণ জলাশয় দেখিয়া তাহার তটে নিজ নিজ বস্ত্র রাখিয়া পরস্পর জল সেচন করিতে করিতে জলবিহার করিতে লাগিল ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—সিঞ্চতীঃ সিঞ্চন্ত্যঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সিঞ্চতীঃ'—সিঞ্চন্ত্যঃ (প্রথমার বহুবচন হইবে), পরস্পর জল সিঞ্চন করিতে করিতে সেই কন্যাগণ বিহার করিতেছিলেন ॥ ৮ ॥

বীক্ষ্য ব্রজন্তং গিরিশং সহ দেব্যা বৃষস্থিতম্ ।
সহসোত্তীর্য্য বাসাংসি পর্য্যধুর্ব্রীড়িতাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥৯॥

অন্বয়ঃ—স্ত্রিয়ঃ (জলে বিহরন্ত্যঃ কন্যকাঃ) দেব্যা (উময়া) সহ বৃষস্থিতং ব্রজন্তং (গচ্ছন্তং) গিরিশং (শিবং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) ব্রীড়িতাঃ (লজ্জিতাঃ সত্যঃ) সহসা (দ্রুতম্) উত্তীর্য্য (জলাৎ ইতি শেষঃ) বাসাংসি (বস্ত্রাণি) পর্য্যধুঃ (পরিহিতবত্যঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—জলে বিহার করিতে করিতে ঐ কন্যাকাগণ উমাদেবী সহ গিরীশকে বৃষোপরি আরোহণ পূর্ব্বক আগমন করিতে দেখিতে পাইল এবং অত্যন্ত লজ্জা সহকারে সহসা তীরে উত্থিত হইয়া বস্ত্র পরিধান করিল ॥ ৯ ॥

শর্ম্মিষ্ঠাজানতী বাসো গুরুপুত্র্যাঃ সমব্যয়ৎ ।
স্বীয়ং মত্বা প্রকুপিতা দেবযানীদমব্রবীৎ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—শর্ম্মিষ্ঠা (দানবকন্যা) অজানতী (অজ্ঞা সতী) স্বীয়ং মত্বা গুরুপুত্র্যাঃ (দেবযান্যাঃ) বাসঃ (বস্ত্রং) সমব্যয়ৎ (পর্য্যধাৎ)। দেবযানী প্রকুপিতা (ক্রুদ্ধা সতী) ইদং (বক্ষ্যমাণং বাক্যম্) অব্রবীৎ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—শর্ম্মিষ্ঠা না জানিয়া গুরুপুত্রী দেবযানীর বস্ত্র পরিধান করিলে দেবযানী অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইয়া তাহাকে বলিতে লাগিল ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—অজানতী স্বীয়ং মত্বা গুরুপুত্র্যাঃ বাসঃ সমব্যয়ৎ পর্য্যধাৎ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অজানতী'—না জানিয়া, অর্থাৎ নিজ বসন মনে করিয়া শর্ম্মিষ্ঠা গুরুপুত্রী দেবযানীর বসন পরিধান করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥

অহো নিরীক্ষ্যতামস্যা দাস্যাঃ কর্ম্ম হ্যসাম্প্রতম্ ।
অস্মদ্ধার্য্যং ধৃতবতী শুনীব হবিরধ্বরে ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—অহো ! (ক্ষেপসূচকমব্যয়ম্) অস্যাঃ দাস্যাঃ (শর্ম্মিষ্ঠায়াঃ) অসাম্প্রতম্ (অন্যায্যং) কর্ম্ম নিরীক্ষ্যতাং (দৃশ্যতাং যুষ্মাভিরিতি শেষঃ) শুনী (হবিঃগ্রহণাযোগ্যা কুক্কুরী) অধ্বরে (যজ্ঞে) হবিঃ ইব (যথা কদাচিৎ যজ্ঞীয়ং হবিঃ স্পৃশতি তথা ইয়মপি) অস্মদ্‌ধার্য্যং (মম ধারণযোগ্যং বস্ত্রং) ধৃতবতী (পরিহিতবতী) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—যজ্ঞে কুক্কুরী যেরূপ যজ্ঞীয় হবি স্পর্শ করে তুই তদ্রূপ আমার পরিধেয় বস্ত্র ধারণ করিলি ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—অসাম্প্রতমনুচিতং ব্রাহ্মণৈর্ধার্য্যং হবিঃ শুনীব ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অসাম্প্রতম্'—অনুচিত, তোমারা এই দাসীর অন্যায় কার্য্য লক্ষ্য কর। 'শুনীব'—কুক্কুরী যেরূপ ব্রাহ্মণগণের ধার্য্য যজ্ঞের হবিঃ গ্রহণ করে, এই দাসীও সেরূপ আমার পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করিয়াছে ॥ ১১ ॥

যৈরিদং তপসা সৃষ্টং মুখং পুংসঃ পরস্য যে ।
ধার্য্যতে যৈরিহ জ্যোতিঃ শিবঃ পন্থাঃ প্রদর্শিতঃ ॥১২
যান্ বন্দন্ত্যপতিষ্ঠন্তে লোকনাথাঃ সুরেশ্বরাঃ ।
ভগবানপি বিশ্বাত্মা পাবনঃ শ্রীনিকেতনঃ ॥ ১৩ ॥
বয়ং তথাপি ভৃগবঃ শিষ্যোঽস্যা নঃ পিতাসুরঃ ।
অস্মদ্ধার্য্যং ধৃতবতী শূদ্রো বেদমিবাসতী ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—যে (ব্রাহ্মণাঃ) পরস্য পুংসঃ (ব্রহ্মণঃ) মুখং (মুখাদুৎপন্নত্বেন তৃপ্তিদ্বারত্বেন চ শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ) যৈঃ (ব্রাহ্মণৈঃ ভৃগ্বাদিভিঃ) তপসা ইদং (বিশ্বং) সৃষ্টং, যৈ (ব্রাহ্মণৈঃ চ) ইহ জ্যোতিঃ (পরং ব্রহ্ম)

ধার্য্যতে (উপাস্যতে যৈঃ) শিবঃ (ক্ষেমকরঃ) পন্থাঃ (বৈদিকমার্গশ্চ) প্রদর্শিতঃ, সুরেশ্বরাঃ লোকনাথাঃ (কিমুত) পাবনঃ বিশ্বাত্মা (সর্ব্বময়ঃ) ভগবান্ শ্রীনিকেতনঃ (মাধবঃ) অপি যান্ (ব্রাহ্মণান্) বন্দন্তি (অর্চ্চয়ন্তি), উপতিষ্ঠন্তে (প্রত্যুদ্গচ্ছন্তি চ) তথাপি (তদেবং ব্রাহ্মণমাত্রমেব তাবৎ পূজ্যং তত্রাপি তেষু ব্রাহ্মণেষু অপি বিশেষতঃ) বয়ং ভৃগবঃ (ভৃগু-বংশজাতা অতঃ পূজ্যতমা ইত্যর্থঃ)। অস্যাঃ (শর্ম্মিষ্ঠায়াঃ) পিতা অসুরঃ (বৃষপর্ব্বা) নঃ (অস্মাকং) শিষ্যঃ, (এবং সত্যপি) শূদ্রঃ বেদম্ ইব (ধারণযোগ্যং বেদং যথা ধারয়তি তথা) (ইয়ম) অসতী (শর্ম্মিষ্ঠা) অস্মদ্ধার্য্যং (মম ধারণযোগ্যং) বস্ত্রং ধৃতবতী ॥ ১২-১৪ ॥

অনুবাদ—যাঁহারা পরমপুরুষের মুখ স্বরূপ, যাঁহারা তপস্যা দ্বারা এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, যাঁহারা ব্রহ্মকে (হৃদয় মধ্যে) ধারণ করেন, যাঁহারা মঙ্গলময় পন্থার অর্থাৎ বেদমার্গের প্রদর্শক, সুরেশ্বরগণ অধিক কি পরম পাবন বিশ্বাত্মা শ্রীনিবাসও যাঁহাদিগকে বন্দনা ও পূজা করিয়া থাকেন সেই ব্রাহ্মণগণই একমাত্র পূজ্য, তাহাতে আবার আমরা ভৃগুবংশজাত, এই দাসীর পিতা অসুর বৃষপর্ব্বা আমাদের শিষ্য, তথাপি এই অসতী শূদ্রের বেদ ধারণের ন্যায় আমার পরিধেয় বস্ত্র ধারণ করিল ॥ ১২-১৪ ॥

বিশ্বনাথ—অনৌচিত্যমেবাহ ত্রিভিঃ যৈর্দক্ষাদিভিঃ জ্যোতির্ব্রহ্ম তদেবং ব্রাহ্মণমাত্রমেব তাবৎ পূজ্যং, তত্রাপি বয়ং ভৃগবঃ তত্রাপ্যস্যাঃ পিতা নঃ শিষ্যঃ ॥ ১২-১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনৌচিত্যই তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন। 'যৈঃ'—দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণ মঙ্গলময় বেদমার্গের প্রদর্শক। 'জ্যোতির্ব্রহ্ম'—স্বয়ং প্রকাশরূপ পরব্রহ্মকে ব্রাহ্মণগণ হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন। ইহাতে যদিও সাধারণতঃই ব্রাহ্মণগণ পূজ্য, তন্মধ্যে আমরা আবার ভৃগুবংশীয় বলিয়া বিশেষ সম্মানভাজন, বিশেষতঃ ইহার পিতা অসুর বৃষপর্ব্বা আমাদের শিষ্য ॥ ১২-১৪ ॥

এবং ক্ষিপন্তীং শর্ম্মিষ্ঠা গুরুপুত্রীমভাষত।
রুষা শ্বসন্ত্যুরঙ্গীব ধর্ষিতা দষ্টদচ্ছদা ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—ধর্ষিতা (নিষ্ঠুরবাক্যৈঃ পীড়িতা) শর্ম্মিষ্ঠা রুষা (ক্রোধেন) উরগী (পন্নগী) ইব শ্বসন্তী (শ্বাসং মুঞ্চন্তী) দষ্টদচ্ছদা (দষ্টো দচ্ছদৌ অধরোষ্ঠৌ যয়া তথাভূতা সতী) এবং ক্ষিপন্তীং (তিরস্কুর্ব্বতীং) গুরুপুত্রীং (দেবযানীম্) অভাষত (অব্রবীৎ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—দেবযানীর এই প্রকার নিষ্ঠুর বাক্যে অত্যন্ত পীড়িতা হইয়া শর্ম্মিষ্ঠা ক্রোধে সর্পিনীর ন্যায় মুহুর্মুহু নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে অধরোষ্ঠ দংশন পূর্ব্বক গুরুপুত্রী দেবযানীকে তিরস্কার সহকারে বলিতে লাগিল ॥ ১৫ ॥

আত্মবৃত্তমবিজ্ঞায় কত্থসে বহু ভিক্ষুকি।
কিং ন প্রতীক্ষসেঽস্মাকং গৃহান্ বলিভুজো যথা ॥১৬

অন্বয়ঃ—(হে) ভিক্ষুকি ! আত্মবৃত্তং (আত্মনঃ বৃত্তং চরিতম্ অবিজ্ঞায় কথং) বহু কত্থসে (বহুধা আত্মানং শ্লাঘসে ব্যর্থবচনং বদসি ইত্যর্থঃ) বলিভুজঃ যথা (বায়সাঃ ইব ত্বম্) অস্মাকং গৃহান্ ন প্রতীক্ষসে কিং (জীবনার্থং ন প্রতীক্ষিতবত্যসি কিম্) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে ভিক্ষুকি ! নিজ-আচরণ না বুঝিয়া অকারণ অধিক বাক্য বলিতেছিস্ কেন ? কাকের ন্যায় তোরা আমাদের গৃহ প্রতীক্ষা করিস্ না কি ?॥১৬

বিশ্বনাথ—বলিভুজঃ কাকাঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বলিভুজঃ'—কাক, তোমরা কি কাকের ন্যায় আমাদের গৃহের প্রত্যাশা কর না ? ॥ ১৬ ॥

এবম্বিধৈঃ সুপরুষৈঃ ক্ষিপ্ত্বাচার্য্যসুতাং সতীম্।
শর্ম্মিষ্ঠা প্রাক্ষিপৎ কূপে বাসশ্চাদায় মন্যুনা ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—শর্ম্মিষ্ঠা এবম্বিধৈঃ (পূর্ব্বোক্তপ্রকারৈঃ) সুপরুষৈঃ (অতিকঠোরৈঃ বচোভিঃ) আচার্য্যসুতাম্ (আচার্যস্য শুক্রস্য সুতাং) সতীং (দেবযানীং) ক্ষিপ্ত্বা (তিরস্কৃত্য) মন্যুনা (ক্রোধেন) বাসঃ চ

(বস্ত্রং চ) আদায় (গৃহীত্বা তাং) কূপে প্রাক্ষিপৎ (নিচিক্ষেপ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—শর্ম্মিষ্ঠা এই প্রকার কঠোর বাক্যে গুরুপুত্রী দেবযানীকে তিরস্কার পূর্ব্বক ক্রোধে বস্ত্র হরণ করিয়া লইল এবং তাহাকে কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিল ॥ ১৭ ॥

তস্যাং গতায়াং স্বগৃহং যযাতির্মৃগয়াং চরন্।
প্রাপ্তো যদৃচ্ছয়া কূপে জলার্থী তাং দদর্শ হ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—(দেবযানীং কূপে প্রক্ষিপ্য) তস্যাং (শর্ম্মিষ্ঠায়াং) স্বগৃহং গতায়াং (সত্যাং) যযাতিঃ মৃগয়াং চরন্ (কুর্ব্বন্) যদৃচ্ছয়া (ভাগ্যক্রমেণ) জলার্থী (জলপিপাসুঃ সন্ কূপসমীপং প্রাপ্তঃ) কূপে তাং (নগ্নাং দেবযানীং) দদর্শ হ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—দেবযানীকে কূপে নিক্ষেপ করিয়া শর্ম্মিষ্ঠা গৃহে গমন করিলে যযাতি মৃগয়া করিতে করিতে তৃষ্ণাতুর হইয়া ঘটনা ক্রমে ঐ কূপ-সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথায় দেবযানীকে দেখিতে পাইলেন ॥ ১৮ ॥

দত্ত্বা স্বমুত্তরং বাসস্তস্যৈ রাজা বিবাসসে।
গৃহীত্বা পাণিনা পাণিমুজ্জহার দয়াপরঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—দয়াপরঃ (দয়ালুঃ) রাজা (যযাতিঃ) বিবাসসে (নগ্নায়ৈঃ) তস্যৈ (দেবযান্যৈ) স্বং (স্বকীয়ম্) উত্তরম্ (উত্তরীয়ং) বাসঃ (বস্ত্রং) দত্ত্বা পানিনা (স্বকীয়েন) পাণিং (দেবযানীহস্তং) গৃহীত্বা উজ্জহার (উন্নতবান্) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—রাজা যযাতি দয়াপরবশ হইয়া নগ্না দেবযানীর নিমিত্ত স্বীয় উত্তরীয় বস্ত্র প্রদান করিলেন এবং নিজ হস্ত দ্বারা দেবযানীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে কূপ হইতে উদ্ধৃত করিলেন ॥ ১৯ ॥

তং বীরমাহৌশনসী প্রেমনির্ভরয়া গিরা।
রাজংস্ত্বয়া গৃহীতো মে পাণিঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥ ২০ ॥
হস্তগ্রাহোঽপরো মাভূদ্গৃহীতায়াস্ত্বয়া হি মে।
এষ ঈশকৃতো বীর সম্বন্ধো নৌ ন পৌরুষঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—(তদা) ঔশনসী (দেবযানী) প্রেম-নির্ভরয়া (প্রেমপূর্ণয়া) গিরা (বাক্যেন) তং বীরং (যযাতিম্) আহ (ব্রবীতি হে) পরপুরঞ্জয় ! (পরেষাং শত্রূণাং পুরাঃ জয়তীতি তথাভূতঃ) রাজন্ ! (যযাতে) ত্বয়া মে (মম) পাণিঃ গৃহীতঃ (হে) বীর ! (যযাতে !) ত্বয়া গৃহীতায়াঃ মে (মম) হি অপরঃ (অন্যঃ) হস্তগ্রাহঃ (হস্তং গৃহ্ণাতি যঃ সঃ পাণিগ্রহীতা) মাভূৎ (ত্বমেব মাম্ উদবহস্ব ইত্যর্থঃ) নৌ (আবয়োঃ) এষঃ (ভর্তৃভার্য্যাভাবরূপঃ) সম্বন্ধঃ ঈশকৃতঃ (ঈশ্বরেণ কৃতঃ) ন তু পৌরুষঃ (পুরুষেণ জাগতিকজনেন কৃতঃ) ॥ ০-২১ ॥

অনুবাদ—দেবযানী প্রেমপূর্ণবাক্যে বীর যযাতিকে বলিন—হে শত্রুপুরী জয়কারী রাজন্ ! আপনি আমার পাণি গ্রহণ করিলেন। হে বীর ! আপনি যে আমার কর গ্রহণ করিলেন সেই কর যেন অন্য কেহ গ্রহণ না করে। আমাদের এই স্বামী, স্ত্রী সম্বন্ধ ঈশ্বর-কৃত, কোন জাগতিক ব্যক্তি-কৃত নহে ॥ ২০-২১ ॥

বিশ্বনাথ—কিং জাতিস্ত্বমিত্যুক্ত্বা সা রাজন্নৌশনসী ভবামীতি প্রোবাচেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২০-২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ঔশনসী'—'তোমরা কোন্ জাতি ?' রাজা এরূপ জিজ্ঞাসা করিলে দেবযানী বলিলেন—হে রাজন্ ! আমি শুক্রাচার্য্যের কন্যা ॥ ২০-২১ ॥

যদিদং কূপমগ্নায়া ভবতো দর্শনং মম।
ন ব্রাহ্মণো মে ভবিতা হস্তগ্রাহো মহাভুজ।
কচস্য বার্হস্পত্যস্য শাপাদ্ যমশপং পুরা ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ (যস্মাৎ হেতোঃ) কূপমগ্নায়াঃ মম ভবতঃ ইদম্ (অসম্ভাবি দর্শনম্ অভূৎ অথেদং দর্শনম্ ঈশ্বরকারিতমেব মন্যে অতস্ত্বমেব মম ভর্ত্তা ইত্যর্থঃ হে) মহাভুজ ! বার্হস্পত্যস্য (বৃহস্পতি-সুতস্য) কচস্য শাপাৎ (তব পতিব্রাহ্মণো মাভূৎ ইতি শাপাৎ) ব্রাহ্মণঃ মে (মম) হস্তগ্রাহঃ (ভর্ত্তা) ন ভবিতা (ভবিষ্যতি)। যং (কচং) পুরা (অগ্রে) অহম্ অশপং (মৎপ্রার্থনস্য প্রত্যাখ্যানাৎ তবেয়ং বিদ্যা নিষ্ফলা ভবতু ইতি শাপং দত্তবতী) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—আমি কূপে মগ্না হইয়াছিলাম এরূপ অবস্থায় আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎকার হইল সুতরাং এইরূপ মিলন ঈশ্বর কর্ত্তৃক সংঘটিত বলিয়াই মনে হইতেছে। বৃহস্পতিতনয় কচের শাপে আমার ব্রাহ্মণ স্বামী হইবে না তাহার কারণ ইতঃপূর্ব্বে আমি কচকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলাম কিন্তু কচ আমাকে প্রত্যাখ্যান করায় আমি তাঁহাকে অভিশাপ করিয়াছিলাম, তাহাতে সেও আমাকে "তোমার ব্রাহ্মণ স্বামী হইবে না" বলিয়া অভিশাপ করে ॥২২॥

বিশ্বনাথ—যমশপং পুরেতি বৃহস্পতেঃ পুত্রঃ কচঃ শুক্রান্মৃতসঞ্জীবনীং বিদ্যামধ্যগাৎ। তদা চ দেবযানী তং পতিঞ্চকমে, স চ গুরুপুত্রী মম পূজ্যেতি ন তামুদবহৎ। ততশ্চ কুপিতা সতী তবেয়ং বিদ্যা নিষ্ফলা ভবত্বিতি তং শশাপ। স চ তব ব্রাহ্মণঃ পতির্ন ভবেদিতি তাং শশাপেতি ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যম্ অশপম্ পুরা'—আমি পূর্ব্বে যাহাকে অভিশাপ দিয়াছিলাম। একসময় বৃহস্পতির পুত্র কচ শুক্রাচার্য্যের নিকট মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা অধ্যয়ন করিতেন। তৎকালে দেবযানী তাঁহাকে পতিরূপে পাইবার জন্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু কচ 'গুরুপুত্রী আমার পূজ্যা', এই হেতু তাঁহাকে বিবাহ করেন নাই। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া দেবযানী, 'তোমার এই বিদ্যা নিষ্ফলা হউক' —এই বলিয়া তাঁহাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। তিনিও 'কোন ব্রাহ্মণ তোমার পতি হইবে না'—এই বলিয়া দেবযানীকে অভিশাপ দিয়াছিলেন ॥ ২২ ॥

———

যযাতিরনভিপ্রেতং দৈবোপহৃতমাত্মনঃ।
মনস্তু তদ্গতং বুদ্ধ্বা প্রতিজগ্রাহ তদ্বচঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—যযাতিঃ অনভিপ্রেতম্ (অশাস্ত্রীয়ত্বেন অনীপ্সিতমপি) আত্মনঃ (সম্বন্ধে) দৈবোপহৃতং (দৈবেন উপহৃতং প্রাপিতং) বুদ্ধ্বা (জ্ঞাত্বা) তদ্গতং (তস্যাঃ গতং স্বকামং স্বং) মনঃ তু (বুদ্ধ্বা) তদ্বচঃ (তস্যাঃ বচঃ) প্রতিজগ্রাহ (স্বীচকার) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—অশাস্ত্রীয় প্রযুক্ত অনভিপ্রেত হইলেও যযাতি দৈবযোগে মিলিত বোধ করিয়া এবং নিজকে তদ্গতচিত্ত জানিয়া দেবযানীর বাক্য অঙ্গীকার করিলেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রাহ্মণকন্যাপরিণয়স্যাধর্ম্মসাধনত্বাদনভিপ্রেতং দৈবেন পরমেশ্বরেণৈব আত্মনে উপহৃতমিত্যত্র হেতুং তদ্গতং স্বমনশ্চ বুদ্ধ্বা বাল্যমারভ্য মদীয়ং মনঃ কুচিদপি নাধর্ম্মেঽরমত নাপি মৎপ্রভুস্তচ্চরণৈকশরণস্য মম মনো হ্যধর্ম্মে রময়েদিতি ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিরিত্যতো নায়মধর্ম্মো ভবিষ্যতীতি নিশ্চিত্য তস্যা বচঃ প্রতিজগ্রাহ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্রাহ্মণকন্যা পরিণয় অধর্ম্ম-সাধন অর্থাৎ অশাস্ত্রীয় বলিয়া অনভিপ্রেত হইলেও রাজা যযাতি 'দৈবেন উপহৃতং'—উহা দৈবকর্ত্তৃক প্রাপিত মনে করিলেন। তদ্বিষয়ে হেতু—'তদ্গতং স্বমনশ্চ বুদ্ধ্বা', দেবযানীর প্রতি নিজ চিত্তের অনুরাগ উপলব্ধি করিয়া, অর্থাৎ বাল্যকাল হইতে আমার মন কখনও অধর্ম্মমার্গে প্রবৃত্ত হয় নাই এবং আমার প্রভুও তাঁহার চরণে শরণাগত আমার মনকে অধর্ম্মে প্রবৃত্ত করান নাই, ইহাই ধর্ম্মের সূক্ষ্মা গতি এবং ইহাতে আমার অধর্ম্ম হইবে না—এরূপ নিশ্চয় করিয়া রাজা দেবযানীর প্রস্তাববাক্য গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥

———

গতে রাজনি সা ধীরে তত্র স্ম রুদতী পিতুঃ।
ন্যবেদয়ৎ ততঃ সর্ব্বমুক্তং শর্ম্মিষ্ঠয়া কৃতম্ ॥২৪॥

অন্বয়ঃ—ধীরে (বিজ্ঞে) রাজনি (যযাতৌ) গতে (সতি) সা (দেবযানী) রুদতী (ক্রন্দন্তী সতী) তত্র স্ম (স্বভবনে গতা) ততঃ পিতুঃ (শুক্রাচার্য্যস্য সকাশে) শর্ম্মিষ্ঠয়া উক্তং (ভিক্ষুকি! ইত্যাদি কথিতং বাক্যং) কৃতম্ (অনুষ্ঠিতঞ্চ কূপপ্রক্ষেপাদি) সর্ব্বং ন্যবেদয়ৎ (নিবেদিতবতী) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বিজ্ঞ রাজা যযাতি চলিয়া গেলে দেবযানী ক্রন্দন করিতে করিতে স্বগৃহে গমন করিল এবং পিতা শুক্রাচার্য্য-সন্নিধানে তাহার প্রতি শর্ম্মিষ্ঠার উক্তি ও কূপে নিক্ষেপাদি বিবরণ সকলই নিবেদন করিল ॥ ২৪ ॥

———

দুর্ম্মনা ভগবান্ কাব্যঃ পৌরোহিত্যং বিগর্হয়ন্।
স্তবন্ বৃত্তিঞ্চ কাপোতীং দুহিত্রা স যযৌ পুরাৎ॥ ২৫॥

অন্বয়ঃ—(তদাকর্ণ্য) সঃ ভগবান্ কাব্যঃ (শুক্রঃ) দুর্ম্মনাঃ (দুঃখিতান্তঃকরণঃ সন্) পৌরোহিত্যং (পুরোহিতকর্ম্ম) বিগর্হয়ন্ (জুগুপ্সমানঃ) কাপোতীং বৃত্তিম্ (উঞ্ছবৃত্তিঃ) স্তবন্ চ (প্রশংসমানঃ চ) দুহিত্রা (দেবযান্যা সহ) পুরাৎ যযৌ (বহির্জ্জগাম)॥ ২৫॥

অনুবাদ—তাহা শ্রবণ করিয়া শুক্রাচার্য্য অতীব দুঃখিত হইয়া পৌরোহিত্যকর্ম্মের নিন্দা এবং উঞ্ছবৃত্তির প্রশংসা করিতে করিতে দেবযানীর সহিত পুর হইতে বহির্গত হইলেন॥ ২৫॥

বিশ্বনাথ—কাপোতীমুঞ্ছবৃত্তিম্॥ ২৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কপোতীং'—উঞ্ছবৃত্তি, (দেবযানীর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণে শুক্রাচার্য্য মনঃক্ষুন্ন হইয়া পৌরোহিত্য-বৃত্তির নিন্দা এবং উঞ্ছবৃত্তির প্রশংসা করিতে করিতে কন্যার সহিত দৈত্যপুরী হইতে অন্যত্র গমন করিলেন।)॥ ২৫॥

বৃষপর্ব্বা তমাজ্ঞায় প্রত্যনীকবিবক্ষিতম্।
গুরুং প্রসাদয়ন্ মূর্দ্ধ্না পাদয়োঃ পতিতঃ পথি॥ ২৬॥

অন্বয়ঃ—বৃষপর্ব্বা (দানবরাজঃ) প্রত্যনীকবিবক্ষিতং (প্রতিকুলশাপময়ং বিবক্ষিতং বক্তুমিষ্টং যস্য তথাভূতং) তং গুরুং (শুক্রাচার্য্যম্) আজ্ঞায় (জ্ঞাত্বা) পথি মূর্দ্ধ্না (শিরসা) পাদয়োঃ পতিতঃ (সন্) প্রসাদয়ৎ (প্রসন্নং চকার)॥ ২৬॥

অনুবাদ—গুরু শুক্রাচার্য্য আমাদের প্রতি শাপপ্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়া বহির্গত হইয়াছেন জানিয়া, বৃষপর্ব্বা পথিমধ্যে শুক্রাচার্য্যের পদতলে স্বীয় মস্তক সমর্পণ দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন॥ ২৬॥

বিশ্বনাথ—প্রত্যনীকেষু দেবেষু বিবক্ষিতম্ অসুরান্ পরিত্যজ্য যুষ্মানেব জয়ং প্রাপয়ামীত্যাদিকং বক্তুমিষ্টং যস্য তথাভূতং তম্ আজ্ঞায়॥ ২৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রত্যনীক-বিবক্ষিতং'—দেবগণের প্রতি 'অসুরদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তোমাদের জয় আনয়ন করিব'—এরূপ বলিবার অভিলাষ যাঁহার, তাদৃশ শুক্রাচার্য্যকে বুঝিয়া (অর্থাৎ শত্রু দেবতাগণের বিজয়সম্পাদনই সম্প্রতি গুরু শুক্রাচার্য্যের অভিপ্রায়, ইহা বুঝিয়া রাজা বৃষপর্ব্বা তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য পথিমধ্যে অবনতমস্তকে শুক্রাচার্য্যের পদযুগলে পতিত হইলেন।)॥ ২৬॥

ক্ষণার্দ্ধমন্যুর্ভগবান্ শিষ্যং ব্যাচষ্ট ভার্গবঃ।
কামোঽস্যাঃ ক্রিয়তাং রাজন্নৈনাং ত্যক্তুমিহোৎসহে॥

অন্বয়ঃ—ক্ষণার্দ্ধমন্যুঃ (ক্ষণার্দ্ধকালং মন্যুঃ কোপঃ যস্য সঃ) ভগবান্ ভার্গবঃ (শুক্রঃ) শিষ্যং (বৃষপর্ব্বাণং) ব্যাচষ্ট (অকথৎ)—রাজন্! অস্যাঃ (দেবযান্যাঃ) কামঃ (যদভিলষিতং তৎ) ক্রিয়তাম্! ইহ (সংসারে অহম্) এনাং (দেবযানীং) ত্যক্তুং (বিহাতুং) ন উৎসহে (ন সমর্থোঽস্মি)॥ ২৭॥

অনুবাদ—অতি অল্পকাল মধ্যে শুক্রের ক্রোধ প্রশমিত হইল, তিনি শিষ্য বৃষপর্ব্বাকে বলিলেন,—হে রাজন্! দেবযানীর অভিলাষানুযায়ী কর্ম্ম কর, সংসারে আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না॥ ২৭॥

তথেত্যবস্থিতে প্রাহ দেবযানী মনোগতম্।
পিত্রা দত্তা যতো যাস্যে সানুগা যাতু মামনু॥ ২৮॥

অন্বয়ঃ—তথা (তদেবস্তু ইত্যঙ্গীকৃত্য) অবস্থিতে (রাজনি বৃষপর্ব্বণি) দেবযানী মনোগতম্ (অভিপ্রায়ং) প্রাহ (উক্তবতী)—পিত্রা (শুক্রাচার্য্যেন) দত্তা (সতী অহং) যতঃ (যস্মিন্ ভর্ত্তৃগৃহে) যাস্যে (গমিষ্যামি), সানুগা (সসখী শর্ম্মিষ্ঠা) মাম্ অনুযাতু (অনুগচ্ছতু ইতি)॥ ২৮॥

অনুবাদ—শুক্রাচার্য্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া বৃষপর্ব্বা দেবযানীর প্রসন্নতা প্রতীক্ষায় অবস্থান করিতে লাগিলেন, তখন দেবযানী স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া বলিলেন,—"পিতা কর্ত্তৃক প্রদত্তা হইয়া আমি যে, স্বামীর গৃহে গমন করিব সখী শর্ম্মিষ্ঠাও সেই স্থানে আমার অনুগামিনী হউক"॥ ২৮॥

বিশ্বনাথ—তথেতি দেবযান্যাঃ পাদয়োঃ পতিত্বা

বৃষপর্ব্বণ্যবস্থিতে সতি। মনোগতমেব প্রাহ প্রকটমুবাচ। সানুগা সখিসহিতা শর্ম্মিষ্ঠা মামনুযাত্বিতি ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তথেতি অবস্থিতে'—'তাহাই হইবে', এরূপ বলিয়া দেবযানীর পদযুগলে পতিত হইয়া বৃষপর্ব্বা অবস্থান করিতে থাকিলে, দেবযানী নিজের মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বলিলেন—'আমি পিতা কর্ত্তৃক প্রদত্তা হইয়া যেখানে যাইব, তোমার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠাও সহচরীগণের সহিত সেই স্থানে আমার অনুগামিনী হউক ।।' ২৮ ॥

পিত্রা দত্তা দেবযান্যৈঃ শর্ম্মিষ্ঠা সানুগা তদা।
স্বানাং তৎ সঙ্কটং বীক্ষ্য তদর্থস্য চ গৌরবম্।
দেবযানীং পর্য্যচরৎ স্ত্রীসহস্রেণ দাসবৎ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—তদা তৎ (ততঃ শুক্রাৎ কুপিতাৎ) স্বানাম্ (অসুরাণাং) সঙ্কটং বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) তৎ (ততঃ প্রসন্নাৎ) অর্থস্য (স্ব-প্রয়োজনস্য) গৌরবং চ (বীক্ষ্য) দাসবৎ (ভৃত্যতুল্যং বৃষপর্ব্বা পর্য্যচরৎ), পিত্রা (বৃষপর্ব্বণা) দেবযান্যৈ দত্তা সানুগা (সখিসহিতা) শর্ম্মিষ্ঠা স্ত্রীসহস্রেণ দেবযানীং পর্য্যচরৎ (অসেবত) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—শুক্রাচার্য্য কুপিত হইলে আমাদের সঙ্কট উপস্থিত হইবে এবং তিনি প্রসন্ন হইলে আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধির গুরুতর সম্ভাবনা—এইরূপ বিবেচনা করিয়া বৃষপর্ব্বা শুক্রাচার্য্যের দাসের ন্যায় সেবা করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় কন্যা শর্ম্মিষ্ঠাকে দেবযানীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। শর্ম্মিষ্ঠাও পিতৃকর্ত্তৃক প্রদত্তা হইয়া সহস্র সখীর সহিত দেবযানীর পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—তত্ততঃ শুক্রাৎ কুপিতাৎ স্বানামসুরাণাং সঙ্কটং বীক্ষ্য তথৈব তত্ততঃ প্রসন্নাৎ অর্থস্য স্বপ্রয়োজনস্য গৌরবঞ্চ বীক্ষ্য দাসবদ্ দাস ইব বৃষপর্ব্বা পর্য্যচরৎ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বানাং তৎসঙ্কটং'—শুক্রাচার্য্য কুপিত হইলে অসুরগণের সঙ্কট, আর তিনি প্রসন্ন হইলে নিজেদের গুরুতর কার্য্যসিদ্ধি—এরূপ বিবেচনা করিয়া বৃষপর্ব্বা শুক্রাচার্য্যের দাসের ন্যায় সেবা করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥

নাহুষায় সুতাং দত্ত্বা সহ শর্ম্মিষ্ঠয়োশনা।
তমাহ রাজন্ শর্ম্মিষ্ঠামধাস্তল্পে ন কর্হিচিৎ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—উশনা (শুক্রাচার্য্যঃ) নাহুষায় (যযাতয়ে) শর্ম্মিষ্ঠয়া সহ সুতাং (দেবযানীং) দত্ত্বা (সম্প্রদায়) (যযাতিম্) আহঃ (ব্রবীতি—হে) রাজন্! কর্হিচিৎ (কদাপি) শর্ম্মিষ্ঠাং তল্পে (শয্যায়াং ন অধাঃ (নোপগচ্ছেঃ) । ৩০ ॥

অনুবাদ—শুক্রাচার্য্য শর্ম্মিষ্ঠাসহ দেবযানীকে যযাতি-রাজার হস্তে প্রদান করিয়া তাহাকে বলিলেন,—হে রাজন্! আপনি এই শর্ম্মিষ্ঠাকে কখনও নিজ শয্যায় গ্রহণ করিতে পারিবেন না ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—কর্হিচিদপি তল্পে ন অধাঃ ন ধেহি ন ধাস্যসীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ন কর্হিচিৎ'—শুক্রাচার্য্য যযাতিকে বলিলেন,—'তুমি কখনও শর্ম্মিষ্ঠাকে নিজ শয্যায় গ্রহণ করিবে না' ॥ ৩০ ॥

বিলোক্যৌশনসীং রাজন্ শর্ম্মিষ্ঠা সুপ্রজাং ক্বচিৎ।
তমেব বব্রে রহসি সখ্যাঃ পতিমৃতৌ সতী ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্! সতী শর্ম্মিষ্ঠা ঔশনসীং (দেবযানীং) সুপ্রজাং (শোভনাপত্যবতীং) বিলোক্য (স্বয়মপি) ক্বচিৎ (কদাচিৎ) ঋতৌ (ঋতুকালে প্রাপ্তে) সখ্যাঃ (দেবযান্যাঃ) পতিং তম্ এব (যযাতিমেব) রহসি (নির্জ্জনে) বব্রে (প্রার্থয়ামাস) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—(শ্রীশুকদেব কহিলেন,—) হে রাজন্! শর্ম্মিষ্ঠা দেবযানীকে সুপুত্রবতী দেখিয়া কোন সময় ঋতুকাল উপস্থিত হইলে, সসখী দেবযানীর পতি যযাতিকে নির্জ্জনে পুত্রোৎপাদনার্থ প্রার্থনা করিল ॥ ৩১ ॥

রাজপুত্ত্র্যার্থিতোঽপত্যে ধর্ম্মঞ্চাবেক্ষ্য ধর্ম্মবিৎ।
স্মরন্ শুক্রবচঃ কালে দিষ্টমেবাভ্যপদ্যত ॥৩২॥

অন্বয়ঃ—রাজপুত্র্যা (শর্ম্মিষ্ঠয়া) অপত্যে (অপত্যার্থে) অর্থিতঃ (প্রার্থ্যমানঃ) ধর্ম্মবিৎ (ধর্ম্মজ্ঞঃ যযাতিঃ) ধর্ম্মং চ (অপত্যার্থম্ ঋতু কালে প্রার্থনাৎ তস্যাঃ কামপূরণং ধর্ম্মমেব) অবেক্ষ্য (বিচার্য্য) শুক্রবচঃ স্মরন্ (কদাচিদপি শর্ম্মিষ্ঠাং তল্পে মাধাঃ ইতি ভৃগুবাক্যং স্মরন্নপি) কালে দিষ্টম্ (ঈশ্বরোদিষ্টং প্রেরিতং সঙ্গমম্) অভ্যপদ্যত (অঙ্গীকৃতবান্, ন তু কামত ইত্যর্থঃ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—রাজপুত্রী শর্ম্মিষ্ঠা কর্ত্তৃক অপত্যার্থ প্রার্থিত হইয়া ধর্ম্মবিদ্ রাজা যযাতি—'ইহার কামনা পূরণ করাই ধর্ম্ম'—বিবেচনা করিয়া শুক্রাচার্য্যের বাক্য স্মরণ হইলেও ঈশ্বর প্রেরিত-বোধে শর্ম্মিষ্ঠার সহিত সঙ্গম অঙ্গীকার করিলেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—ধর্ম্মবিদিতি অপত্যার্থমৃতুকালে প্রার্থয়মানায়াস্তস্যাঃ কামপূরণং ধর্ম্ম এবেতি জানন্ শুক্রবচশ্চ শর্ম্মিষ্ঠাসঙ্গপ্রতিষেধকং স্মরন্ দোলায়মানচিত্তোঽপি দিষ্টং দৈবপ্রাপিতং সঙ্গমেব প্রাপ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ধর্ম্মবিৎ'—সন্তানোৎপাদনের জন্য ঋতুকালে প্রার্থয়মানা শর্ম্মিষ্ঠার কামপূরণ ধর্ম্ম, ইহা বিবেচনা করিয়া এবং শুক্রাচার্য্যের শর্ম্মিষ্ঠাসঙ্গপ্রতিষেধক নিষেধ বাক্য স্মরণ করতঃ দোলায়মানচিত্ত হইয়াও, 'দিষ্টমেব'—উহা দৈবপ্রাপিত জ্ঞানে শর্ম্মিষ্ঠার সহিত সঙ্গমই স্বীকার করিলেন ॥ ৩২ ॥

যদুঞ্চ তুর্ব্বসুঞ্চৈব দেবযানী ব্যজায়ত ।
দ্রুহ্যুঞ্চানুঞ্চ পুরুঞ্চ শর্ম্মিষ্ঠা বার্ষপর্ব্বণী ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—দেবযানী যদুং চ তুর্ব্বসুং চ এব ব্যজায়ত (প্রসুষুবে)। বার্ষপর্ব্বণী (বৃষপর্ব্বণঃ কন্যা) শর্ম্মিষ্ঠা দ্রুহ্যুং চ অনুং চ পুরুং চ (ব্যজায়ত) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—দেবযানী যদু ও তুর্ব্বসু এবং শর্ম্মিষ্ঠা দ্রুহ্য, অনু ও পুরু—এই তিন পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—ব্যজায়ত ব্যজনয়ৎ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্যজায়ত'—উৎপাদন করিয়াছিলেন (অর্থাৎ দেবযানী যদু ও তর্ব্বসু এই দুই পুত্র এবং শর্ম্মিষ্ঠা দ্রুহ্য, অনু ও পুরু—এই তিন পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন) ॥ ৩৩ ॥

গর্ভসম্ভবমাসুর্য্যা ভর্ত্তুর্বিজ্ঞায় মানিনী ।
দেবযানী পিতুর্গেহং যযৌ ক্রোধবিমূর্চ্ছিতা ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—ভর্ত্তুঃ (যযাতেঃ সকাশাৎ) আসুর্য্যাঃ (শর্ম্মিষ্ঠায়াঃ) গর্ভসম্ভবং (গর্ভসঞ্চারং) বিজ্ঞায় (জ্ঞাত্বা) মানিনী দেবযানী ক্রোধবিমূর্চ্ছিতা (ক্রোধেন বিমূর্চ্ছিতা সতী) পিতুঃ (শুক্রস্য) গেহং যযৌ (গতবতী) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—ভর্ত্তা যযাতি হইতে শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভোৎপত্তি হইয়াছে জানিয়া দেবযানী অভিমানিনী এবং ক্রোধে মূর্চ্ছিতাপ্রায় হইয়া পিতৃগৃহে গমন করিল ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—ভর্ত্তুঃ সকাশাদ্‌গর্ভসম্ভবমাজ্ঞায়েতি পূর্ব্বপূর্ব্বমন্যস্মাদ্ব্রাহ্মণাদিকাদেব জানত্যাসীদিতি ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভর্ত্তুঃ'—দেবযানী নিজ স্বামী হইতেই শর্ম্মিষ্ঠার সন্তানোৎপত্তির কথা জানিতে পারিয়া, অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব অন্যান্য ব্রাহ্মণাদির নিকট হইতে (পুত্রের সংস্কার কালে) অবগত হইয়া (ক্রোধে পিতার গৃহে চলিয়া গেলেন ।) ॥ ৩৪ ॥

প্রিয়ামনুগতঃ কামী বচোভিরুপমন্ত্রয়ন্ ।
ন প্রসাদয়িতুং শেকে পাদসংবাহনাদিভিঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—অনুগতঃ দেবযান্যাঃ পশ্চাদ্ গতঃ) কামী (কামুকঃ সঃ) বচোভিঃ (স্তুতিবাক্যৈঃ) পাদসম্বাহনাদিভিঃ (পাদগ্রহণাদিভিশ্চ) উপমন্ত্রয়ন্ (প্রার্থয়মানোঽপি) প্রিয়াং (দেবযানীং) প্রসাদয়িতুং (প্রসন্নাং কর্ত্তুং) ন শেকে (ন সমর্থঃ বভূব) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—যযাতি অত্যন্ত কামুক ছিলেন, তিনি পত্নী দেবযানীর অনুগমন করিয়া বাক্য ও পাদগ্রহণাদি দ্বারা তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেন না ॥৩৫॥

বিশ্বনাথ—উপমন্ত্রয়ন্ সান্ত্বয়ন্ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ —'উপমন্ত্রয়ন্'—সান্ত্বনা দিতে

দিতে (অর্থাৎ কামুক যযাতি নানারূপ অনুনয় বাক্যে পত্নীকে সান্ত্বনা দিতে দিতে তাঁহার অনুগমন করিলেন) ॥ ৩৫ ॥

শুক্রস্তমাহ কুপিতঃ স্ত্রীকামানৃতপুরুষ ।
ত্বাং জরা বিশতাং মন্দ বিরূপকরণী নৃণাম্ ॥ ৩৬॥

অন্বয়ঃ—শুক্রঃ কুপিতঃ (ক্রুদ্ধঃ সন্) তং (যযাতিম্) আহ (অব্রবীৎ—হে) স্ত্রীকাম ! (হে স্ত্রীকামিন্ ! হে) অনৃত-পুরুষ ! (মৃষাভাষিন্ ! হে) মন্দ ! (দুর্ব্বুদ্ধে !) নৃণাং বিরূপকরণী (বিকৃতং রূপং করোতীতি যা সা) জরা (বার্দ্ধক্যং) ত্বাং বিশতাং (প্রবিশতু) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—শুক্রাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া যযাতিকে বলিল,—অরে মন্দ ! তুই স্ত্রীকামী হইয়া অন্যায় আচরণ করিয়াছিস্, মনুষ্যদিগের বিরূপকরণী জরা তোর শরীরে প্রবিষ্ট হউক ॥ ৩৬ ॥

শ্রীযযাতিরুবাচ—

অতৃপ্তোঽস্ম্যদ্য কামানাং ব্রহ্মন্ দুহিতরি স্ম তে ।
ব্যত্যস্যতাং যথাকামং বয়সা যোঽভিধাস্যতি ॥৩৭॥

অন্বয়ঃ—শ্রীযযাতিঃ উবাচ,—(শুক্রং প্রতি উক্তবান্) ব্রহ্মন্ (হে ব্রহ্মবর !) তে (তব) দুহিতরি (দেবযান্যাম্) অদ্য (অদ্যাপি) কামানাং (কামৈঃ ভোগৈরিত্যর্থঃ) অতৃপ্তঃ (অসমাপ্ততৃপ্তিঃ) অস্মি স্ম (ভবামি স্ম, শুক্রঃ আহ—তর্হি) যঃ (জনঃ) অভিধাস্যতি (অভিতো ধারয়িষ্যতি তাং জরামিতিঃ শেষঃ) যথাকামং বয়সা ব্যত্যস্যতাং (ব্যত্যয়ং বিনিময়ং নীয়তাং জরাং তস্মৈ দত্ত্বা তদ্বয়ো গৃহাণ ইত্যর্থঃ) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—যযাতি বলিলেন,—হে পরমপূজ্য ! আমি আপনার কন্যাকে ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারি নাই (সুতরাং এইরূপ অভিশাপ পক্ষান্তরে আপনি আপনার কন্যার উপরই প্রদান করিলেন,—যযাতির উক্ত বাক্যে শুক্রচার্য্য সন্তুষ্ট হইয়া বলিল—) যে তোমার জরা গ্রহণ করিবে, তুমি তাহার যৌবনের সহিত ইচ্ছামত তোমার জরা বিনিময় করিতে পারিবে ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—কামানামিতি নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠানামিতিবৎ ষষ্ঠী, তে দুহিতরীতি ভঙ্গ্যা ত্বৎশাপোঽয়ং তব দুহিতর্য্যপি ফলিত ইতি ব্যঞ্জিতম্ । শুক্রোঽপি বিমৃশ্য প্রসীদন্নুবাচ—যথেষ্টং জরা বয়সা যৌবনেন ব্যত্যস্যতাং বিনিমীয়তাং । ননু জরাং গৃহীত্বা বিনিময়েন যৌবনং কঃ খলু দাস্যতি ? তত্রাহ—যোঽভিধাস্যতি যঃ পুত্রাদিকঃ ত্বয়ি স্নেহেন অভিতো ধাস্যতি জরাং স ধারয়িষ্যতি । যদ্বা ; ত্বমেবং বিনিময়ং সর্ব্বান্ জ্ঞাপয় তেষু মধ্যে যোঽভিধাস্যতি যৌবনং দত্ত্বা জরামেষোঽহং গৃহ্ণামীতি বদিষ্যতীত্যর্থঃ ॥৩৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কামানাং'—'নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠানাম্', অর্থাৎ কাষ্ঠের দ্বারা অগ্নি তৃপ্ত হয় না, এই স্থলে 'তৃপ্ত্যর্থানাং বিভাষা করণে', তৃপ্ত্যর্থক ধাতুর করণকারকে বিকল্পে ষষ্ঠী হয়, এই সূত্রে ষষ্ঠী হইয়াছে । যযাতি বলিলেন—হে ব্রহ্মন্ ! আপনার কন্যার উপভোগ দ্বারা আমি এখনও কামতৃপ্ত হই নাই । 'তে দুহিতরি'—আপনার কন্যাতে, ইহা বলায় ভঙ্গীক্রমে, আপনার প্রদত্ত এই শাপ আপনার কন্যার উপরও পর্য্যবসিত হইতেছে, ইহা ব্যক্ত হইল । ইহাতে শুক্রাচার্য্যও বিবেচনা করিয়া প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—'ব্যত্যস্যতাং'—কাহারও যৌবনের সহিত যথেচ্ছরূপে নিজ জরার বিনিময় কর । যদি বলেন—দেখুন, জরা লইয়া তাহার বিনিময়ে কে নিজের যৌবন প্রদান করিবে ? তাহাতে বলিতেছেন —'যঃ অভিধাস্যতি', যে পুত্রাদি তোমার প্রতি অধিক স্নেহ করে, সেই তোমার জরা গ্রহণ করিবে । অথবা তুমি সকল পুত্রদিগকে এই জরা বিনিময়ের কথা জানাও, তাহাদের মধ্যে 'আমিই আমার যৌবন দিয়া আপনার জরা গ্রহণ করিব'—ইহা যে বলিবে (তাহার সহিত বিনিময় কর) —এই ভাব ॥ ৩৭ ॥

ইতি লব্ধব্যবস্থানঃ পুত্রং জ্যেষ্ঠমবোচত ।
যদো তাত প্রতীচ্ছেমাং জরাং দেহি নিজং বয়ঃ ॥৩৮

অন্বয়ঃ—ইতিলব্ধব্যবস্থানঃ (ইতি ইত্থং বিনিময়রূপেণ লব্ধং ব্যবস্থানং জরায়া ব্যবস্থিতির্যেন স যযাতিঃ) জ্যেষ্ঠং পুত্রং (যদুম্) অবোচত (উক্তবান্—হে) তাত ! যদো ! নিজং (তব স্বকীয়ং)

বয়ঃ (তারুণ্যং) দেহি (মহ্যমিতি শেষঃ) ইমং জরাং (বার্দ্ধক্যঞ্চ) প্রতীচ্ছ (মত্তঃ প্রতিগৃহাণ) ।।৩৮।।

অনুবাদ—শুক্রাচার্য্যের নিকট হইতে এইরূপ বিনিময়ব্যবস্থা প্রাপ্ত হইয়া যযাতি তাঁহার জ্যেষ্ঠ-পুত্রকে বলিলেন,—হে তাত ! হে যদো ! তুমি তোমার যৌবন আমাকে প্রদানপূর্ব্বক তদ্বিনিময়ে তুমি আমার বার্দ্ধক্য গ্রহণ কর ।। ৩৮ ।।

মাতামহকৃতাং বৎস ন তৃপ্তো বিষয়েষ্বহম্ ।
বয়সা ভবদীয়েন রংস্যে কতিপয়াঃ সমাঃ ।। ৩৯ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) বৎস ! অহং বিষয়েষু (বিষয়ভোগেষু) ন তৃপ্তঃ (মম তৃপ্তির্ন সমাপ্তিং গতা ইত্যর্থঃ অতঃ) মাতামহকৃতাং (তব মাতামহেন শুক্রাচার্য্যেণ কৃতাং প্রহিতাং জরাং গৃহাণ ইতি শেষঃ) ভবদীয়েন —বয়সা (তারুণ্যেন অহং) কতিপয়াঃ সমাঃ (বৎসরান্ ব্যাপ্য) রংস্যে (বিষয়সুখমনুভবিষ্যামি ইত্যর্থঃ) ।। ৩৯ ।।

অনুবাদ—হে বৎস ! আমি বিষয়ভোগে তৃপ্ত হইতে পারি নাই ; অতএব তুমি মৎপ্রতি তোমার মাতামহপ্রদত্ত জরা গ্রহণ কর এবং আমি তোমার যৌবনত্ব লইয়া কতিপয় বৎস সুখভোগ করি ।। ৩৯।।

শ্রীযদুরুবাচ—

নোৎসহে জরসা স্থাতুমন্তরা প্রাপ্তয়া তব ।
অবিদিত্বা সুখং গ্রাম্যং বৈতৃষ্ণ্যং নৈতি পুরুষঃ ।।৪০।।

অন্বয়ঃ—শ্রীযদুঃ উবাচ,—(অহম্) অন্তরা প্রাপ্তয়া (বয়ো মধ্যে যৌবনে লব্ধয়া) তব জরসা (উপলক্ষিতঃ সন্) স্থাতুং ন উৎসহে (শক্নোমি যতঃ) পুরুষঃ গ্রাম্যং (লৌকিকং) সুখম্ অবিদিত্বা (অননুভূয়) বৈতৃষ্ণ্যং (বিষয়বৈরাগ্যং) ন এতি (ন প্রাপ্নোতি) ।। ৪০ ।।

অনুবাদ—যদু কহিলেন,—আপনি যৌবনকালেই যে বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই বৃদ্ধত্বের সহিত আহ্বান করিতে আমি সমর্থ হইতেছি না, কেন না গ্রাম্যসুখ ভোগ না করিয়া কেহই বিষয়ে বৈরাগ্যলাভ করিতে পারে না ।। ৪০ ।।

বিশ্বনাথ—অন্তরা যৌবনমধ্যে এব । কুতঃ অবিদিত্বেত্যাদি । অয়মস্যাশয়ো মম বিধিৎসিত-ভগবদ্ভক্ত্যনুকূলং বিষয়বৈতৃষ্ণ্যমপেক্ষিতং বর্ত্ততে তচ্চ ভোগবাহুল্যং বিনা প্রায়ো ন ভবেৎ । তত্র যদ্যপি কালবিলম্বে সতি ত্বং স্বীয়াং জরাং গৃহীত্বা মদ্‌যৌবনং দাস্যসীতি জানামি, তদপি নিরন্তরায় হরিভজনস্যোৎকণ্ঠস্য মম কালবিলম্বস্যাসহ্যত্বাৎ পিতুরপি তবেমামাজ্ঞাং ন পালয়াম্যত্র যদ্ভবেত্তদ্ভবত্বিতি। অতএব যদোশ্চ ধর্ম্মশীলস্যেতি রাজ্ঞা দশমে বক্ষ্যতে, পরমধর্ম্মাপেক্ষয়াপি তু রাজাজ্ঞাপালনলক্ষণধর্ম্মস্য প্রাকৃতস্য সনকাদিভিরিব তেন ত্যাগাদ্ যত এব সংতুষ্যংস্তদ্বংশে ভগবান্ স্বয়মবততার । 'যদোঃ প্রিয়স্যান্ববায় ইতি' কুন্তীস্তুতিশ্চ, যা তূত্তরশ্লোকেঽধর্ম্মজ্ঞা ইতি শুকোক্তিঃ সা তু তুর্ব্বস্বাদীন্ প্রত্যেবেতি ।। ৪০ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অন্তরা'—এই যৌবনকালেই আপনার জরা গ্রহণ করিয়া আমি অবস্থান করিতে উৎসাহ বোধ করি না। কিজন্য ? তাহাতে বলিতেছেন—'অবিদিত্বা' ইত্যাদি। যদুর অভিপ্রায় এইরূপ—আমার করণীয় ভগবদ্ভক্তির অনুকূল বিষয়-বিতৃষ্ণার অপেক্ষা রহিয়াছে এবং তাহা ভোগবাহুল্য ব্যতীত প্রায়শঃই সম্ভব হয় না। তন্মধ্যে যদিও কালবিলম্বে (কিছুকাল পরে) তুমি নিজ জরা গ্রহণ করিয়া আমার যৌবন ফিরাইয়া দিবে, ইহা জানি, তথাপি নির্ব্বিবাদে হরিভজনের উৎকণ্ঠাবশতঃ আমার কালবিলম্ব অসহনীয়, অতএব পিতা হইলেও তোমার এই আদেশ আমি পালন করিব না, তাহাতে যাহা হয় হউক। অতএব শ্রীদশমে রাজা পরীক্ষিৎ বলিবেন—"যদোশ্চ ধর্ম্মশীলস্য" (১০।১।২), অর্থাৎ অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ যদুর কথাও বলিয়াছেন, যে বংশে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ অংশ বলরামের সহিত অবতীর্ণ হইয়াছেন। পরম ধর্ম্মের অপেক্ষায় সনকাদির ন্যায় রাজাজ্ঞা-পালনরূপ প্রাকৃত ধর্ম্ম তিনি ত্যাগ করিয়াছেন, এইহেতু সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বংশে ভগবান্ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীকুন্তীদেবীর স্তুতিও 'যদোঃ প্রিয়স্যান্ববায়ে', (১।৮।৩২), অর্থাৎ প্রিয়তম যদুরাজের কীর্ত্তিবিস্তারের নিমিত্ত তুমি যদু-বংশে অবতীর্ণ হইয়াছ। কিন্তু পরবর্ত্তী শ্লোকে 'অধর্ম্মজ্ঞাঃ',—অর্থাৎ ধর্ম্মজ্ঞানরহিত, এই শ্রীশুক-

দেবের উক্তি তুর্ব্বসু প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ৪০ ॥

তুর্ব্বসুশ্চোদিতঃ পিত্রা দ্রুহ্যুশ্চানুশ্চ ভারত।
প্রত্যাচখ্যুরধর্ম্মজ্ঞা হ্যনিত্যে নিত্যবুদ্ধয়ঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভারত! (হে পরীক্ষিৎ!) পিত্রা (যযাতিনা তথৈব) তুর্ব্বসুঃ দ্রুহ্যুঃ চ অনুঃ চ চোদিতঃ (বয়োবিনিময়েন জরাগ্রহণার্থং সমাদিষ্টঃ অভূৎ) অনিত্যে হি (অস্থিরে যৌবনে তথা দেহে চ) নিত্যবুদ্ধয়ঃ (নিত্যত্বাভিমানিনঃ) অধর্ম্মজ্ঞাঃ (অতএব ধর্ম্মজ্ঞানরহিতাঃ তুর্ব্বস্বাদয়ঃ) প্রত্যাচখ্যুঃ (পিতৃবাক্যপ্রত্যাখানং চক্রুঃ) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—হে পরীক্ষিৎ! পিতা যযাতি তুর্ব্বসু, দ্রুহ্যু ও অনু—পুত্রত্রয়কে যৌবনবিনিময়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু তাহারা ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য অস্থির যৌবনকেই নিত্য জ্ঞান করিত, সুতরাং তাহারা পিতৃবাক্য প্রত্যাখ্যান করিল ॥ ৪১ ॥

অপৃচ্ছৎ তনয়ং পুরুং বয়সোনং গুণাধিকম্।
ন ত্বমগ্রজবদ্ বৎস মাং প্রত্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—(ততো যযাতিঃ) বয়সা ঊনং (পুত্রত্রয়াৎ বয়সা ঊনং হীনং) গুণাধিকং (গুণৈস্তু অধিকং) তনয়ং (পুত্রং) পুরুম্ অপৃচ্ছৎ (জিজ্ঞাসিতবান্—হে) বৎস! ত্বম্ অগ্রজবৎ (অগ্রজাঃ ইব) মাং প্রত্যাখ্যাতুং (নিরাকর্ত্তুং) ন অর্হসি ন (শক্নোমি) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর যযাতি পুত্রত্রয় অপেক্ষা বয়সে কনিষ্ঠ কিন্তু গুণে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুত্র পুরুকে বলিলেন,—হে বৎস! অগ্রজদিগের ন্যায় তোমার আমাকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত নহে ॥ ৪২ ॥

শ্রীপুরুরুবাচ—

কো নু লোকে মনুষ্যেন্দ্র পিতুরাত্মকৃতঃ পুমান্।
প্রতিকর্ত্তুং ক্ষমো যস্য প্রসাদাদ্বিন্দতে পরম্ ॥ ৪৩॥

অন্বয়ঃ—শ্রীপুরুঃ উবাচ,—হে মনুষ্যেন্দ্র! (হে নরনাথ!) যস্য প্রসাদাৎ (প্রসাদেন প্রাপ্তাৎ মনুষ্য দেহাৎ) পরং (পরমেশ্বরমপি) বিন্দতে (লভতে তস্য) আত্মকৃতঃ (স্বদেহকর্ত্তুঃ) পিতুঃ প্রতিকর্ত্তুং (প্রত্যুপকারং কর্ত্তুং) লোকে কঃ পুরুষঃ নু ক্ষমঃ (ভবতি) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—পুরু কহিলেন,—হে নরশ্রেষ্ঠ, যাঁহার কৃপায় মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়া ভগবানকে পর্য্যন্ত লাভ করা যায়, সেই দেহোৎপাদক পিতার প্রত্যুপকার করিতে ইহলোকে কেই বা সমর্থ? ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মকৃতঃ দেহোৎপাদয়িতুঃ, পরং স্বর্গাদিম্ ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্মকৃতঃ'—দেহোৎপাদক, অর্থাৎ নিজ জন্মদাতা পিতার উপকারের প্রত্যুপকার কে করিতে পারে? 'পরম্'—স্বর্গাদি লোক, অর্থাৎ যাঁহার অনুগ্রহে মানব স্বর্গাদি লোক প্রাপ্ত হয় ॥৪৩॥

উত্তমশ্চিন্তিতং কুর্য্যাৎ প্রোক্তকারী তু মধ্যমঃ।
অধমোঽশ্রদ্ধয়া কুর্য্যাদকর্ত্তোচ্চরিতং পিতুঃ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—(যঃ পুত্রঃ) চিন্তিতং (পিতুঃ অভিপ্রেতং কর্ম্ম) কুর্য্যাৎ, (সঃ) উত্তমঃ (পুত্রশ্রেষ্ঠঃ, যঃ) প্রোক্তকারী তু (পিত্রা যৎ প্রোক্তং তৎ করোতি সঃ) মধ্যমঃ, (যঃ) অশ্রদ্ধয়া (পিত্রা অভিহিতং কর্ম্ম বিরক্তিপূর্ব্বকং) কুর্য্যাৎ (সঃ) অধমঃ (হীনঃ), অকর্ত্তা (যো ন তৎ কর্ম্ম বিরক্তিপূর্ব্বকমপি কুর্য্যাৎ সঃ) পিতুঃ উচ্চরিতং (পুরীষপ্রায়ঃ) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—যে পুত্র পিতার চিন্তিত বিষয় সম্পাদন করেন তিনি উত্তম এবং যিনি পিতা আদেশ করিলে পালন করেন তিনি মধ্যম পুত্র। পিতা আদেশ করিলে যে পুত্র অশ্রদ্ধার সহিত কার্য্য করে, সে অধম এবং যে পিতার আদেশ পালন করে না, সে পিতার পুরীষসদৃশ ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—তদপি তবাজ্ঞাং পালয়ন্নপ্যহমুত্তমপুত্রো ন কিন্তু মধ্যম এবেত্যাহ। উত্তম ইতি। উচ্চরিতং মূত্রমলসদৃশ ইতি ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তথাপি আপনার আদেশ পালন করিয়া আমি উত্তম পুত্র হইতে না পারিলেও মধ্যম পুত্রই হইব, ইহা বলিতেছেন—'উত্তমঃ'

ইত্যাদি। 'উচ্চরিতং'—মূত্রমল-সদৃশ (অর্থাৎ যে পুত্র পিতার আদেশ পাইয়াও কার্য্য করে না, সে পিতার বিষ্ঠাসদৃশ।)॥ ৪৪ ॥

ইতি প্রমুদিতঃ পূরুঃ প্রত্যগৃহ্ণাজ্জরাং পিতুঃ।
সোঽপি তদ্বয়সা কামান্ যথাবজ্জুজুষে নৃপ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ! (হে পরীক্ষিৎ!) (ইত্থং ভাষমানঃ) পূরুঃ প্রমুদিতঃ (প্রীতঃ সন্) পিতুঃ জরাং প্রত্যগৃহ্ণাৎ (স্বীকৃতবান্)। সঃ অপি (স যযাতিরপি) তদ্বয়সা (তস্য পুরোঃ তারুণ্যেন) কামান্ (বিষয়ান্) যথাবৎ (যথাশক্তি) জুজুষে (সেবিতবান্)॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—হে পরীক্ষিৎ! পুরু এইরূপ বলিতে বলিতে হৃষ্টচিত্তে পিতার জরা গ্রহণ করিলেন। পিতা যযাতিও পুত্রের যৌবন প্রাপ্ত হইয়া যথোচিত বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪৫ ॥

সপ্তদ্বীপপতিঃ সম্যক্ পিতৃবৎ পালয়ন্ প্রজাঃ।
যথোপজোষং বিষয়ান্ জুজুষেঽব্যাহতেন্দ্রিয়ঃ ॥৪৬॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ যযাতিঃ) সপ্তদ্বীপপতিঃ (সপ্তদ্বীপাধিপতিঃ সন্) পিতৃবৎ (যথা পিতা পুত্রান্ পালয়তি তথা) সম্যক্ প্রজাঃ পালয়ন্ অব্যাহতেন্দ্রিয়ঃ (অবিকলেন্দ্রিয় এব) বিষয়ান্ যথোপজোষং (যথাপ্রীতি জুজুষে (সেবিতবান্)॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—তাহার পর যযাতি সপ্তদ্বীপাধিপতি হইয়া পিতা যেরূপ পুত্রদিগকে পালন করেন, সেইরূপভাবে প্রজাদিগকে পালন পূর্ব্বক ইচ্ছানুরূপ বিষয়ভোগ করিতে লাগিলেন। পুত্রের যৌবন গ্রহণ করায় তাহার ইন্দ্রিয়সকল বিকলতা প্রাপ্ত হয় নাই ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—সপ্তদ্বীপপতিঃ ভারতবর্ষবর্ত্তিনো যে নবদ্বীপাস্তেষামাদিমান্তিমৌ দ্বীপৌ বিনা যে সপ্তসংখ্যা দ্বীপাস্তেষাং পতিরিত্যেব ব্যাখ্যেয়মগ্রিমগ্রন্থব্যাখ্যানুরোধাৎ। যথোপজোষং যথাপ্রীতি ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সপ্তদ্বীপ-পতিঃ'—ভারতবর্ষের মধ্যবর্ত্তী (ব্রহ্মাবর্ত্তাদি) যে নয়টি দ্বীপ রহিয়াছে, তাহার আদি ও অন্ত্য দ্বীপ ভিন্ন যে সাতটি দ্বীপ, তাহার অধিপতি—এরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। 'যথোপজোষং'—প্রীতির সহিত (সপ্তদ্বীপের অধিপতি যযাতি বিষয় সমূহ ভোগ করিতে লাগিলেন।)॥ ৪৬ ॥

দেবযান্যপ্যনুদিনং মনোবাগ্দেহবস্তুভিঃ।
প্রেয়সঃ পরমাং প্রীতিমুবাহ প্রেয়সী রহঃ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—প্রেয়সী দেবযানী অপি অনুদিনং (সর্ব্বদা) রহঃ (একান্তে) মনোবাগ্দেহবস্তুভিঃ প্রেয়সঃ (ভর্ত্তুঃ) পরমাং প্রীতিম্ উবাহ (উৎপাদয়ামাস ইত্যর্থঃ)॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—প্রেয়সী দেবযানীও সর্ব্বদা নির্জ্জনে মন, বাক্য, দেহ এবং অন্যবস্তু দ্বারা ভর্ত্তার পরমানন্দ উৎপাদন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥

অযজদ্ যজ্ঞপুরুষং ক্রতুভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ।
সর্ব্বদেবময়ং দেবং সর্ব্ববেদময়ং হরিম্ ॥৪৮॥

অন্বয়ঃ—(যযাতিঃ) ভূরিদক্ষিণৈঃ (ভূরিঃ প্রচুরাঃ দক্ষিণা যেষু তৈঃ) ক্রতুভিঃ (যজ্ঞৈঃ) সর্ব্বদেবময়ং (সর্ব্বে দেবাঃ স্বস্বকারণে শক্তিরূপেণ প্রচুরতয়া প্রস্তুতা যত্র তং) সর্ব্ববেদময়ং (সর্ব্বে বেদাঃ চ স্বস্বকারণে শক্তিরূপেণ প্রচুরতয়া প্রস্তুতা যত্র তং) দেবং যজ্ঞপুরুষং (যজ্ঞেশ্বরং) হরিম্ অযজৎ (আরাধিতবান্)॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—যযাতি প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞের দ্বারা সর্ব্বদেবস্বরূপ সর্ব্ববেদময় যজ্ঞেশ্বর পরম-পুরুষ শ্রীহরিকে যজন করিয়াছেন ॥ ৪৮ ॥

যস্মিন্নিদং বিরচিতং ব্যোম্নীব জলদাবলিঃ।
নানেব ভাতি নাভাতি স্বপ্নমায়ামনোরথঃ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—যস্মিন্ (বাসুদেবে) ইদং (নিখিলং জগৎ) বিরচিতম্ (উৎপাদিতং সৎ) ব্যোম্নি (আকাশে বিরচিতা) জলদাবলিঃ (মেঘপঙ্ক্তিঃ) ইব (তথা) স্বপ্নমায়ামনোরথঃ (অস্থিরত্বাৎ স্বপ্ন-

মায়াভ্যাং সহিতঃ মনোরথঃ ইব) নানা ইব ভাতি (যাবদিন্দ্রিয়বৃত্তি তাবৎ নানাবৎ প্রতীয়তে তথা তদুপরমে) ন আভাতি (ন প্রতীয়তে চ) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—যে বাসুদেবে এই সৃষ্ট জগৎ (স্থিতিকালে) আকাশে জলদাবলির ন্যায় নানারূপে প্রতিভাত হয় (বস্তুতঃ নানাত্ব নাই কেননা উহার কারণ অদ্বয়জ্ঞান বাসুদেব প্রলয় কালে কারণরূপী ভগবানে প্রবিষ্ট হন) বলিয়া নানারূপে প্রতীত হয় না। ইহা স্বপ্ন, মায়া এবং মনোরথের ন্যায় চঞ্চল, স্থায়ী নহে ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—যস্মিন্নধিষ্ঠানে ইদং জগন্নানেব কারণরূপেণ তেনৈবৈক্যাৎ ন তু বস্তুতো নানেত্যর্থঃ। অতএব প্রলয়ে তত্র প্রবিষ্টত্বান্নাভাতি ন বহির্ব্যক্তীভবতি, স্বপ্নমায়ামনোরথ ইত্যস্থৈর্য্যে দৃষ্টান্তত্রয়ং, সর্ব্বো দ্বন্দ্বো বিভাষয়ৈকবদ্ভবতীত্যেকবচনম্ ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যস্মিন্ ইদং'—যে বাসুদেবের অধিষ্ঠানে এই জগৎ বিরচিত হইয়া 'নানা ইব'—নানারূপে প্রতিভাত হয়, তাহার হেতু—কারণরূপ তাঁহার সহিত ঐক্য রহিয়াছে, কিন্তু বস্তুতঃ নানাত্ব নাই, এই অর্থ। অতএব প্রলয়কালে তাঁহাতে প্রবিষ্ট হওয়ায়, 'ন আভাতি'—বাহিরে প্রকাশ পায় না। যেমন স্বপ্ন, মায়া ও মনোরথ, এই তিনটি অস্থৈর্য্যে (অস্থিরতা বিষয়ে) দৃষ্টান্ত। 'স্বপ্ন-মায়া-মনোরথঃ'—সকল দ্বন্দ্ব সমাসই বিকল্পে একবচনান্ত অর্থাৎ সমাহার হয়, এই নিয়ম অনুসারে একবচন হইয়াছে ॥ ৪৯ ॥

তমেব হৃদি বিন্যস্য বাসুদেবং গুহাশয়ম্।
নারায়ণমণীয়াংসং নিরাশীরযজৎ প্রভুঃ ॥৫০॥

অন্বয়ঃ—প্রভুঃ (যযাতিঃ) নিরাশীঃ (নিষ্কামঃ সন্) তম্ এব গুহাশয়ং (অন্তর্য্যামিত্বেন জীবহৃদয়গুহাগতম্) অণীয়াংসং (সূক্ষ্মত্বাৎ নির্লেপত্বাৎ অবিজ্ঞেয়ং ন তু অণুপরিমাণং) বাসুদেবং নারায়ণং হৃদি বিন্যস্য (ধ্যেয়ত্বেন সংস্থাপ্য) অযজৎ (যাগং কৃতবান্) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—সপ্তদ্বীপাধিপতি যযাতি ভোগবাসনাশূন্য হইয়া সর্ব্বান্তর্য্যামী দুর্ব্বিজ্ঞেয়, সর্ব্বজীবের আশ্রয়-স্বরূপ ভগবান্ বাসুদেবকে হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—বাসুদেবমিতি সর্ব্বত্রৈবাসৌ বসতীত্যতঃ প্রয়াসাভাবঃ। যতো গুহায়ামন্তঃকরণে শেতে ন চান্য শয়ান ইব যতো নারং জীবসমূহম্ অয়তে জানাতি। ন চ জীবসমূহস্তং জানাতীত্যাহ। অণীয়াংসং দুর্জ্ঞেয়ম্। স চ বহির্বিষয়লম্পটোঽপি যযাতির্ন মনসা বিষয়লম্পট ইত্যাহ নিরাশীঃ, প্রভুমিতি দাস্যভাবাকাঙ্ক্ষী ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বাসুদেবম্'—মহারাজ যযাতি ভগবান্ বাসুদেবকে নিজহৃদয়ে স্থাপন করিয়া তাঁহারই যজ্ঞ (অর্চ্চনা) করিয়াছিলেন। বাসুদেব, যিনি সর্ব্বত্রই অবস্থান করেন, অতএব তাঁহার প্রাপ্তিতে কোন প্রয়াস নাই। যেহেতু 'গুহাশয়ং'—সকল জীবের গুহা বলিতে অন্তঃকরণে তিনি শয়ন করেন, কিন্তু অন্যের ন্যায় নিদ্রিত নহেন, যেহেতু তিনি 'নারায়ণ', অর্থাৎ জীবসমূহকে জানেন, কিন্তু জীবসকল তাঁহাকে জানে না, এই জন্য বলিতেছেন—'অণীয়াংসং', অর্থাৎ তিনি দুর্জ্ঞেয়। সেই যযাতি বাহিরে বিষয়লম্পট হইলেও মনে বিষয়লম্পট ছিলেন না, ইহা বলিতেছেন—'নিরাশীঃ', ফলান্তরাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া 'প্রভুং'—নিজ প্রভু শ্রীভগবান্‌কে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তিনি তাঁহার দাস্যভাবের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। [এই স্থলে 'প্রভুঃ'—এই পাঠান্তরে, উহা যযাতির বিশেষণ।] ॥ ৫০ ॥

এবং বর্ষসহস্রাণি মনঃষষ্ঠৈর্মনঃসুখম্।
বিদধানোঽপি নাতৃপ্যৎ সার্ব্বভৌমঃ কদিন্দ্রিয়ৈঃ ॥৫১

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে যযাতেঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—সার্ব্বভৌমঃ (সর্ব্বমণ্ডলেশ্বরঃ নরপতিঃ সঃ এবং (অনেন প্রকারেণ) বর্ষসহস্রাণি (সহস্রবর্ষান্ ব্যাপ্য) মনঃষষ্ঠৈঃ (মনঃ ষষ্ঠং যেষাং তৈঃ) কদিন্দ্রিয়ৈঃ (কুৎসিতৈঃ পরাঙ্মুখৈঃ পঞ্চভিঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ) মনঃসুখং (মনসো বিষয়ভোগজন্যাং প্রীতিং) বিদ-

ধানঃ (সম্পাদয়ন্) অপি ন অতৃপ্যৎ (ভোগাশায়াঃ পারং ন অধিগতবান্) ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-নবমস্কন্ধেঽষ্টাদশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ ।

অনুবাদ—সমগ্রপৃথিবীর অধীশ্বর যযাতি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন—এই ছয় বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বহুবর্ষপর্য্যন্ত বিষয় ভোগ করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের অষ্টাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

বিশ্বনাথ—বিষয়লাম্পট্যাৎ কদিন্দ্রিয়ৈঃ ॥ ৫১ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
নবমেঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তীঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে অষ্টাদশাধ্যায়স্য 'সারার্থদর্শিনী' টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কদিন্দ্রিয়ৈঃ'—বিষয়লাম্পট্য হেতু যযাতি কুৎসিত মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সহস্র বৎসর কাম্য বস্তুর উপভোগ করিয়াও তৃপ্তি-বোধ করিতে পারেন নাই ॥ ৫১ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার নবম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের অষ্টাদশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯।১৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের অষ্টাদশ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের অষ্টাদশ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের অষ্টাদশাধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

স ইত্থমাচরন্ কামান্ স্ত্রৈণোঽপহ্নবমাত্মনঃ ।
বুদ্ধা প্রিয়ায়ৈ নির্ব্বিণ্ণো গাথামেতামগায়ত ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

ঊনবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে যযাতির স্বীয় ছাগতুল্য আচরণ দেবযানীকে শ্রবণ করাইয়া বৈরাগ্যাবলম্বনপূর্ব্বক মুক্তি বর্ণিত হইয়াছে।

যযাতি বহুকাল পর্য্যন্ত স্ত্রীসঙ্গ বিষয়ভোগ করিয়া ভোগের অনিত্যতা ও তুচ্ছতা বুঝিতে পারিলেন এবং নির্ব্বেদযুক্ত হইয়া নিজ প্রেয়সীর নিকট স্বীয় আচরণানুরূপ কল্পিত ছাগসম্বন্ধি-ইতিহাস বর্ণন করিলেন, সেই গল্পটী এই—কোন সময় এক ছাগ বন-মধ্যে নিজাভীষ্ট অন্বেষণ করিতে করিতে নিজ কর্ম্মফলে কূপ-মধ্যে পতিত এক ছাগীকে দেখিতে পাইয়া কাম-পরবশ হইয়া উহাকে কোন উপায়ে কূপ হইতে উদ্ধার করিলে উদ্ধৃত ছাগী উক্ত ছাগকে পতিত্বে বরণ করিল। অনন্তর কূপলব্ধ ছাগী একদিন নিজ প্রিয়-তমকে অন্য ছাগীর সহিত বিহার করিতে দেখিয়া ঈর্ষাবশে তাহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অতীব দুঃখিত-চিত্তে নিজ পালনকর্ত্তা কোন এক ব্রাহ্মণের নিকট গমন করিয়া ছাগের কুব্যবহার বর্ণন করিলে সেই ব্রাহ্মণ ক্রোধে ছাগের রতি-সামর্থ্য হরণ করিলেন, পরে নিজ স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত পুনরায় তাহাকে রতি-সামর্থ্য প্রদান করেন। তাহাতে সেই ছাগ উক্ত ছাগীর সহিত বহুবর্ষযাবৎ ইন্দ্রিয়সুখে যাপন করিতে লাগিল কিন্তু আজ পর্য্যন্ত উহার বৈরাগ্য হইল না। পৃথিবীর সুবর্ণাদি যাবতীয় ধন কামিজনের তৃপ্তি সাধন করিতে পারে না ; অগ্নিতে ঘৃত প্রদানের ন্যায় যতই বিষয়ভোগ করা যায় ততই ভোগস্পৃহা বর্দ্ধিত হয়। ভোগিব্যক্তি কখনই সুখী হইতে পারে না ;

অতএব সুখাভিলাষী ব্যক্তি নির্ব্বোধজনের দুস্ত্যজ্য ভোগবিলাস পরিত্যাগ করিবেন। স্ত্রীসঙ্গ অতিযত্নের সহিত পরিত্যজ্য, যেহেতু স্ত্রীলোকগণ জ্ঞানবান্ ব্যক্তির চিত্তকেও আকর্ষণ করে। রাজা যযাতি এইরূপে বিবেকবান্ হইয়া পুত্রদিগকে রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়া স্বয়ং বৈরাগ্যাবলম্বনপূর্ব্বক সর্ব্বাসক্তি ত্যাগ করতঃ আত্মানুভূতিক্রমে ভগবদ্ভজন করিতে করিতে পরমা গতি লাভ করিলেন। অবশেষে দেবযানীরও ভ্রম বিদূরিত হওয়ায় ভগবদ্ভজনে চিত্ত সন্নিবেশ করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—সঃ স্ত্রৈণঃ (স্ত্রীবশীভূতঃ যযাতিঃ) ইত্থং কামান্ (বিষয়ান্) আচরন্ (উপভুঞ্জানঃ কদাচিৎ) আত্মনঃ অপহ্নবম্ (অপহারং) বুদ্ধ্বা (জ্ঞাত্বা) নির্ব্বিণ্ণঃ (নির্ব্বেদং প্রাপ্তঃ) প্রিয়ায়ৈ (দেবযান্যৈ) এতাং (বক্ষ্যমাণাং) গাথাম্ (ইতিহাসম্) অগায়ত (অব্রবীৎ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—(হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!) যযাতি স্ত্রৈণ হইয়া কাম-ভোগ করিতে করিতে নিজের অনিষ্ট বুঝিতে পারিলেন, তিনি বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া প্রিয়ার নিকট এই গাথা (ইতিহাস) কীর্ত্তন করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

উনবিংশে চ্ছাগগাথাবর্ণিতঃ স্বস্বরূপকঃ।
বিরজ্য প্রাপ কৃষ্ণং স দেবযান্যপি সা তথা ॥ ০ ॥
কামান্ আচরন্ উপভুঞ্জানঃ। অপহ্নবং বঞ্চনম্ ॥ ১

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই উনবিংশ অধ্যায়ে যযাতি নিজের স্বরূপকেই একটি ছাগের কাহিনীর দ্বারা বর্ণনা করিয়া বৈরাগ্যাবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং দেবযানীও শ্রীকৃষ্ণে মনঃ সন্নিবেশ করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'কামান্ আচরন্'—স্ত্রৈণ রাজা যযাতি এইরূপে বিষয়রাশি ভোগ করিতে করিতে, 'আত্মনঃ অপহ্নবং' —নিজের আত্মবঞ্চনা বুঝিতে পারিয়া (বৈরাগ্যের উদয়হেতু দেবযানীর নিকট এই ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছিলেন।) ॥ ১ ॥

শৃণু ভার্গব্যমুং গাথাং মদ্বিধাচরিতং ভুবি।
ধীরা যস্যানুশোচন্তি বনে গ্রামনিবাসিনঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভার্গবি! (দেবযানি!) ভুবি (পৃথিব্যাং) মদ্বিধাচরিতং (মদ্বিধেন মাদৃশেন আচরিতাম্ অনুষ্ঠিতাং) অমুং গাথাম্ (ইতিবৃত্তং) শৃণু, যস্য (মদ্বিধস্য) গ্রামনিবাসিনঃ (কামিনঃ আচরিতং) বনে (বনস্থিতাঃ) ধীরাঃ (জিতেন্দ্রিয়াঃ) অনুশোচন্তি ॥ ২ ॥

অনুবাদ—(যযাতি বলিলেন,—) হে ভৃগুনন্দিনি! পৃথিবীতে আমার ন্যায় আচরণশীল একব্যক্তি ছিল, তাহার অনুষ্ঠিত গাথাবলি বলিতেছি শ্রবণ কর। ঐ গ্রামবাসীর জন্য বনস্থিত ধীর ব্যক্তিগণ শোক করিতেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—মদ্বিধস্যাচরিতং যস্যাং তাং, যস্য গ্রামনিবাসিনো মদ্বিধস্যাচরিতং বনে স্থিতা ধীরা অনুশোচন্তীতি সমাসে গুণীভূতাভ্যামপি পদাভ্যামন্বয় আর্য্যত্বাৎ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মদ্বিধাচরিতাং'—আমার ন্যায় ব্যক্তির আচরণ যাহাতে আছে, তাদৃশ গাথা (ইতিহাস) শ্রবণ কর। 'যস্য গ্রামনিবাসিনঃ'— মদ্বিধ গ্রাম্যভোগরত কামুক ব্যক্তির যে আচরণের জন্য 'বনে স্থিতাঃ ধীরাঃ'—বনবাসী জ্ঞানী পুরুষগণও শোক প্রকাশ করেন। এখানে আর্ষপ্রয়োগ বলিয়া সমাসে গুণীভূত হইলেও দুইটি পদের অন্বয় করিতে হইবে ॥ ২ ॥

বস্ত একো বনে কশ্চিদ্বিচিন্বন্ প্রিয়মাত্মনঃ।
দদর্শ কূপে পতিতাং স্বকর্ম্মবশগামজাম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—একঃ (অসহায়ঃ) কশ্চিৎ বস্তঃ (ছাগঃ) বনে আত্মনঃ প্রিয়ং (প্রীতিসাধনং বিষয়ং) বিচিন্বন্ (অন্বিষ্যন্) কূপে পতিতাং স্বকর্ম্মবশগাং (স্বস্য আত্মনঃ কর্ম্মণঃ অদৃষ্টস্য বশগাম্ অধীনং কর্ম্মফলম্ অনুভবন্তীম্) অজাং দদর্শ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—এক ছাগ বনমধ্যে নিজ প্রিয়বস্ত অন্বেষণ করিতে করিতে নিজ কর্ম্মফলে কূপমধ্যে পতিতা এক ছাগীকে দেখিতে পাইল ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—বস্তশ্ছাগঃ অতিশয়োক্ত্যা যযাতিঃ, বনে সংসারে প্রিয়ং বিষয়সুখম্ অজাং দেবযানীম্ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বস্ত'—ছাগ, অতিশয়োক্তি-বশতঃ এখানে যযাতি, 'বনে'—বলিতে সংসারে, 'প্রিয়ং'—বিষয়সুখ, 'অজাং'—দেবযানীকে। [এখানে রাজা নিজকে উপলক্ষ্য করিয়া ছাগ এবং পত্নী দেব-যানীকে উপলক্ষ্য করিয়া ছাগী শব্দ ব্যবহার করতঃ নিজেদের ঘটনাই বর্ণনা করিতেছেন।] ॥ ৩ ॥

তস্যা উদ্ধরণোপায়ং বস্তঃ কামী বিচিন্তয়ন্।
ব্যধত্ত তীর্থমুদ্ধৃত্য বিষাণাগ্রেণ রোধসি ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—কামী (কামুকঃ) বস্তঃ (ছাগঃ) তস্যাঃ (অজায়াঃ) উদ্ধরণোপায়ম্ (উত্তোলনস্য বিচিন্তয়ন্ রোধসি (তটে) বিষাণাগ্রেণ (শৃঙ্গাগ্রেণ) উদ্ধৃত্য তীর্থং (নির্গমায় মার্গং) ব্যধত্ত (কৃতবান্) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—কামুক ছাগ ঐ ছাগীর উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতে করিতে কূপতটে শৃঙ্গাগ্রদ্বারা মৃত্তিকা অপসারিত করতঃ নির্গম পথ প্রস্তুত করিয়া দিল ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—রোধসি তটে বিষাণাগ্রেণ মৃদাদিমুদ্ধৃত্য তীর্থং নির্গমমার্গং ব্যধত্ত ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রোধসি'—কূপতটে, শৃঙ্গের অগ্রভাগ দ্বারা মৃত্তিকাদি উত্তোলনপূর্ব্বক, 'তীর্থং'—ছাগীর নির্গমনের পথ করিয়া দিল ॥ ৪ ॥

সোত্তীর্য্য কূপাৎ সুশ্রোণী তমেব চকমে কিল।
তয়া বৃতং সমুদ্বীক্ষ্য বহ্ব্যোঽজাঃ কান্তকামিনীঃ ॥৫
পীবানং শ্মশ্রুলং প্রেষ্ঠং মীঢ্বাংসং যাভকোবিদম্।
স একোঽজবৃষস্তাসাং বহ্বীনাং রতিবর্দ্ধনঃ।
রেমে কামগ্রহগ্রস্ত আত্মানং নাববুধ্যত ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—সুশ্রোণী সা (অজা) কূপাৎ উত্তীর্য্য (উত্থায়) তমেব (ছাগমেব) কিল (নিশ্চিতং) চকমে (পতিত্বেন প্রাপ্তুমুইয়েষ)। বহ্ব্যঃ (অনেকাঃ) অজাঃ (ছাগ্যঃ) পীবানং (পুষ্টং) শ্মশ্রুলং (শ্মশ্রুবহুলং রতিসমর্থমিত্যর্থঃ) মীঢ্বাংসং (রেতঃ-সেক্তারং) যাভকোবিদং (যাভে মৈথুনে কোবিদম্ অভিজ্ঞম্ অতএব) প্রেষ্ঠং (প্রিয়ং) তয়া (অজয়া) বৃতং (পতিত্বেন গৃহীতং ছাগং) সমুদ্বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) কান্তকামিনীঃ (কান্তং প্রতি কামনাকৃত্য বভূবুঃ) সঃ একঃ অজবৃষঃ (অজশ্রেষ্ঠঃ ছাগঃ) তাসাং বহ্বীনাম্ (অজানাং) রতিবর্দ্ধনঃ কামগ্রহগ্রস্তঃ (কাম এব গ্রহঃ পিশাচঃ তেন গ্রস্তঃ সন্) রেমে (বিক্রীড় ন তু) আত্মানং (দেহবিলক্ষণং স্ব-স্বরূপং) ন অববুধ্যত (ন জ্ঞাতবান্) ৫-৬ ॥

অনুবাদ—সুশ্রোণী (সুন্দর নিতম্বশালিনী) সেই ছাগী কূপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ঐ ছাগকে পতিরূপে বরণ করিতে ইচ্ছা করিল। ছাগী ঐ ছাগকে পতি-রূপে বরণ করিল দেখিয়া অন্যান্য বহু ছাগী স্থূল-কায়, বহুল শ্মশ্রু, রেতঃসেচক এবং মৈথুনাভিজ্ঞ উহাকে পতিত্বে বরণ করিতে অভিলাষিণী হইল। সেই অজশ্রেষ্ঠ একাকী অনেক ছাগীর আসক্তি বর্দ্ধন করিয়া কামগ্রহগ্রস্ত হইয়া বিহার করিতে লাগিল। আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিল না ॥ ৫-৬॥

বিশ্বনাথ—অজাঃ শর্ম্মিষ্ঠাদ্যাঃ কান্তং কাময়িতুং শীলং যাসাং তাঃ কান্তকামিন্যঃ তমেব কাময়ামাসুঃ মীঢ্বাংসং রেতঃসেক্তারং যাভে মৈথুনে কোবিদং পণ্ডিতম্ ॥ ৫-৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অজাঃ'—আরও অনেক ছাগী, এখানে শর্ম্মিষ্ঠা প্রভৃতি। 'কান্তকামিনীঃ'—কান্তকামিন্যঃ (এখানে প্রথমার বহুবচন হইবে), কান্তকে কামনা করাই যাহাদের স্বভাব, তাহারা ঐ ছাগটিকেই নিজ নিজ কান্তরূপে কামনা করিয়াছিল। যেহেতু ঐ ছাগ 'মীঢ্বাংসং'—রেতঃসেককারী ও 'যাভকোবিদং'—রতিনিপুণ ছিল ॥ ৫-৬ ॥

তমেব প্রেষ্ঠতময়া রমমাণমজান্যয়া।
বিলোক্য কূপসংবিগ্না নামৃষ্যদ্বস্তকর্ম্ম তৎ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—কূপসংবিগ্না অজা তমেব (আত্মনঃ প্রিয়মেব) অন্যয়া প্রেষ্ঠতময়া (প্রিয়তময়া সহ) রমমাণং বিলোক্য (দৃষ্ট্বা) তৎ বস্তকর্ম্ম (ছাগস্য তৎকর্ম্ম) ন অমৃষ্যৎ (নাসহত) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—যে ছাগী কূপে পড়িয়াছিল, সে নিজ

প্রিয়তমকে অন্য প্রিয়তমার সহিত রমণাসক্ত দেখিয়া উহার (ছাগের) কর্ম্ম সহ্য করিতে পারিল না ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—অন্যয়া অজয়েত্যাহিতাগ্ন্যাদিত্বাৎ পরনিপাতঃ। কূপসংবিগ্না দেবযানী ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অজান্যয়া'—এখানে 'আহিতাগ্নি' পদের ন্যায় অন্য শব্দের পরনিপাত হইয়াছে, অন্য ছাগীর সহিত নিজ প্রিয় ছাগকে রমণ করিতে দেখিয়া, 'কূপ-সংবিগ্না'— যে ছাগী পূর্ব্বে কূপে পড়িয়া কষ্ট পাইয়াছিল (অর্থাৎ দেবযানী), ছাগের সেই অনুচিত কর্ম্ম সহ্য করিতে পারিল না ॥ ৭ ॥

তং দুর্হৃদং সুহৃদ্রূপং কামিনং ক্ষণসৌহৃদম্।
ইন্দ্রিয়ারামমুৎসৃজ্য স্বামিনং দুঃখিতাং যযৌ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—(সা অজা) দুঃখিতা (সতী) সুহৃদ্রূপং (সুহৃদাভাসং বস্তুতস্তু) দুর্হৃদং (দুষ্টহৃদয়ং) ক্ষণসৌহৃদম্ (অতএব ক্ষণং ক্ষণকালং সৌহৃদং যস্য তম্) ইন্দ্রিয়ারামং (কেবলম্ ইন্দ্রিয়তৃপ্তিবিধায়কং) কামিনং তং (স্বামিনং বস্তম্) উৎসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) যযৌ (গতবতী) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—সেই অজা অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া মিত্রবেশী বস্তুতঃ অমিত্র, ক্ষণকালের জন্য বন্ধুত্ব স্থাপনে অভিলাষী, ইন্দ্রিয়সেবী, কামুক নিজস্বামী ছাগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক চলিয়া গেল ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—স্বামিনমিতি শুক্রাভিপ্রায়েণোক্তৌ বিরুদ্ধমতিকৃদ্দোষ আর্ষ্যত্বাৎ সোঢ়ব্যঃ। স্বামিন্নৈশ্বর্য্য ইতি পানিনি-স্মরণাৎ স্বামিশব্দোহপি ন কেবলং পতিপর্য্যায়ো দৃষ্টঃ। যদ্বা স্বামিনং তং যযাতিমুৎসৃজ্য যযৌ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বামিনং যযৌ,—স্বামীর নিকট গমন করিল, এখানে শুক্রাচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হওয়ায় 'বিরুদ্ধমতিকৃৎ' দোষ আর্ষ-প্রয়োগ বলিয়া সহ্য করিতে হইবে। অথবা—স্বামী শব্দে কেবল পতিকেই বুঝায় না, পাণিনি বলিয়াছেন —'স্বামিন্নৈশ্বর্য্যে', অতএব নিজ প্রভুর নিকট গমন করিল, এই অর্থ। কিম্বা—'স্বামিনং উৎসৃজ্য'— নিজ পতি যযাতিকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিল, এরূপ অর্থ ॥ ৮ ॥

সোহপি চানুগতঃ স্ত্রৈণঃ কৃপণস্তাং প্রসাদিতুম্।
কুর্ব্বন্নিড়বিড়াকারং নাশক্নোৎ পথি সন্ধিতুম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ অপি চ স্ত্রৈণঃ কৃপণঃ (দীনঃ সন্) তাম্ (অজাং) প্রসাদিতুম্ (অনুনেতুম্) অনুগতঃ (পশ্চাৎ পশ্চাৎ গচ্ছন্) ইড়বিড়াকারং (বস্তজাতি-শব্দম্) কুর্ব্বন্ পথি সন্ধিতুং (প্রসাদয়িতুং) ন অশক্নোৎ (ন সমর্থোঽভবৎ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—ঐ স্ত্রৈণ ছাগও দুঃখিত হইয়া সেই ছাগীকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত শব্দ করিতে করিতে উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল, কিন্তু পথিমধ্যে তাহাকে প্রসন্ন করিতে পারিল না ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—ইড়িবিড়াকারং বস্তজাতিশব্দং, সন্ধিতুং প্রসাদয়িতুম্ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইড়িবিড়াকারং'—পাঠান্তর ইড়বিড়াকারং, ছাগের জাত্যুচিত শব্দ, 'সন্ধিতুং'— প্রসন্ন করিবার জন্য (অর্থাৎ সেই ছাগও ছাগীকে প্রসন্ন করিবার জন্য নিজ জাত্যুচিত শব্দ করিতে করিতে তাহার অনুগমন করিয়াছিল।) ॥ ৯ ॥

তস্য তত্র দ্বিজঃ কশ্চিদজাস্বাম্যচ্ছিনদ্রুষা।
লম্বন্তং বৃষণং ভূয়ঃ সন্দধেঽর্থায় যোগবিৎ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র অজাস্বামী কশ্চিৎ দ্বিজঃ (ব্রাহ্মণঃ) রুষা (ক্রোধেন) তস্য (বস্তস্য) লম্বন্তং বৃষণম্ অচ্ছিনৎ (জরয়া সম্ভোগাসামর্থমকরোৎ ততস্তেন অনুরুধ্যমানঃ) যোগবিৎ (উপায়জ্ঞঃ দ্বিজঃ) অর্থায় (স্বপুত্র্যাঃ কামভোগায়) ভূয়ঃ (পুনর্ব্বারং তং বৃষণং) সন্দধে (সংযোজিতবান্ রতিশক্তিং দদাবিত্যর্থঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—ঐ ছাগী যথায় গমন করিল, তথায় উহার পালন-কর্ত্তা এক দ্বিজ ক্রোধভরে সেই ছাগের লম্বমান অণ্ডদ্বয় ছিন্ন করিয়া দিল। কিন্তু যখন ঐ ছাগ অত্যন্ত অনুরোধ করিতে লাগিল, তখন উপায়জ্ঞ দ্বিজ নিজ পুত্রীর কামভোগার্থ পুনরায় ঐ অণ্ডদ্বয় সংযোজিত করিয়া দিল ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—দ্বিজঃ শুক্রাচার্য্যঃ। অজা শুক্রস্য স্ত্রী তস্যাঃ স্বামী স এব বৃষণমচ্ছিনৎ। জরয়া সম্ভোগাসমর্থমকরোৎ। ভূয়ঃ প্রসন্নঃ সমর্থায় কাম-

ভোগায় সন্দধে বৃষণং যথাস্থিতমকরোদ্ জরাব্যত্যয়েন যৌবনযুক্তং চকার। যোগবিৎ উপায়জ্ঞঃ ॥ ১০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দ্বিজঃ'—কোন এক ব্রাহ্মণ, এখানে শুক্রাচার্য্য। 'অজাস্বামী'—ছাগীর স্বামী (প্রভু) বলিতে সেই শুক্রাচার্য্যই, তিনি ক্রোধে সেই ছাগের লম্বমান অণ্ডদ্বয় ছেদন করিয়া দিলেন, অর্থাৎ জরার দ্বারা সম্ভোগের অক্ষমতা উৎপাদন করিলেন। পরে প্রসন্ন হইয়া 'অর্থায়'—নিজ কন্যারূপা ছাগীর কামোপভোগের জন্য ছাগের ছিন্ন অণ্ড পুনরায় যুক্ত করিয়া দিলেন, অর্থাৎ জরা-বিনিময়ের দ্বারা যৌবন-যুক্ত করিলেন। 'যোগবিৎ'—ঐ ব্রাহ্মণ উপায়জ্ঞ ছিলেন ॥ ১০ ॥

সংবদ্ধবৃষণঃ সোঽপি হ্যজয়া কূপলব্ধয়া।
কালং বহুতিথং ভদ্রে কামৈর্নাদ্যাপি তুষ্যতি ॥১১॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভদ্রে! (সাধুশীলে!) সংবদ্ধবৃষণঃ (সংযোজিতমুষ্কঃ) সঃ (বস্তঃ) অপি কূপলব্ধয়া অজয়া (সহ) বহুতিথং কালং (ব্যাপ্য রমমাণঃ) অদ্যাপি কামৈঃ (ভোগৈঃ) ন তুষ্যতি (ন তৃপ্তিং গচ্ছতি) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—ভদ্রে! এইরূপ পুনরায় অণ্ডদ্বয় সংযুক্ত হইয়া ঐ ছাগ কূপলব্ধ অজার সহিত বিষয়ভোগে বহুকাল অতিবাহিত করিল, তথাপি আজপর্য্যন্ত তাহার কামভোগে তৃপ্তিলাভ হইল না ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—কূপলব্ধয়া কামলব্ধয়েতি পাঠদ্বয়ম্। বহুতিথং কালং ব্যাপ্যাপি সেব্যমানৈরদ্যাপি ন তুষ্যতি ন তৃপ্যতি ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কূপলব্ধয়া'—পাঠান্তর 'কামলব্ধয়া', সেই ছাগ পুনরায় অণ্ড লাভ করিয়া কূপলব্ধা ছাগীর সহিত বহুকাল ভোগাসক্ত থাকিয়াও অদ্যাবধি বিষয়ভোগে সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই॥১১॥

তথাহং কৃপণঃ সুভ্রু ভবত্যাঃ প্রেমযন্ত্রিতঃ।
আত্মানং নাভিজানামি মোহিতস্তব মায়য়া ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সুভ্রু! তথা (বস্তবৎ) কৃপণঃ (দীনঃ) অহং ভবত্যাঃ (দেবযান্যাঃ) প্রেমযন্ত্রিতঃ (প্রেম্না যন্ত্রিত বশীকৃতঃ) তব মায়য়া মোহিতঃ (মুগ্ধঃ সন্ অধুনাপি) আত্মানং (স্বস্বরূপং পরস্বরূপং চ) ন অভিজানামি (ন অবগচ্ছামি) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—হে সুভ্রু! ঐ ছাগের ন্যায় দীন আমিও তোমার প্রেমে যন্ত্রিত ও মায়ায় মোহিত হইয়া আত্মস্বরূপ জানিতে সমর্থ হইতেছি না ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—মোহিতস্তব মায়য়েতি মম জীবস্য ত্বমেব মূর্ত্তিমত্যবিদ্যেতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মোহিতঃ তব মায়য়া'—আমিও ঐ ছাগের ন্যায় তোমার মায়াদ্বারা আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছি, অর্থাৎ মাদৃশ জীবের নিকট তুমিই মূর্ত্তিমতী অবিদ্যা—এই ভাব ॥ ১২ ॥

যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
ন দুহ্যন্তি মনঃপ্রীতিং পুংসঃ কামহতস্য তে ॥১৩॥

অন্বয়ঃ—পৃথিব্যাং যৎ ব্রীহিযবং (ধান্যাদি-ভোজ্যদ্রব্যং) হিরণ্যং (সুবর্ণং) পশবঃ স্ত্রিয়ঃ (সর্ব্বেঽপি পদার্থাঃ) কামহতস্য (কামপ্রলুব্ধস্য) পুংসঃ (পুরুষস্য) মনঃ প্রীতিং (মনসঃ প্রীতিং সন্তোষং) ন দুহ্যন্তি (ন পূরয়িতুং সমর্থা ভবন্তি) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—পৃথিবীতে যে সকল ধান্য, যব, সুবর্ণ, পশু, স্ত্রী আছে, সে সমুদয়ও কামহত ব্যক্তির মনঃ-প্রীতি উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। ১৩॥

বিশ্বনাথ—ননু ত্বং সম্রাট্ পূর্ণকামোঽসি বিষয়ানন্দেনাত্মানং রময়তস্তব কথমেতাদৃশৈন্যং সম্ভবেত্ত-ত্রাহ—যদিতি ন দুহ্যন্তি ন পূরয়ন্তি কামহতস্যেতি কামহতত্বমেবাপূর্ণকামত্বে কারণমিতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—তুমি সম্রাট্ পূর্ণকাম, বিষয়ানন্দের দ্বারা নিজকে সুখী করিতেছ, তোমার কিরূপে এপ্রকার দৈন্য সম্ভব হইতে পারে? তাহাতে বলিতেছেন—'যৎপৃথিব্যাং' ইত্যাদি, পৃথিবীর যাবতীয় ভোগ্যসমষ্টিও কামনাগ্রস্ত এক ব্যক্তিরই সন্তোষ উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। 'কামহতস্য'—কামহতত্বই তাহার অপূর্ণকামত্বের কারণ, এই ভাব ॥ ১৩ ॥

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়ঃ এবাভিবর্দ্ধতে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—কামঃ (তৃষ্ণা) কামানাং (স্রক্‌চন্দনাদি-ভোগবিষয়ানাম্) উপভোগেন হবিষা (ঘৃতেন) কৃষ্ণ-বর্ত্মা ইব (অগ্নিরিব) জাতু (কদাচিদপি) ন শাম্যতি (নির্ব্বাণং নিবৃত্তিং ন প্রাপ্নোতি) ভূয়ঃ (পুনঃ) অভিবর্দ্ধতে এব (প্রজ্বলিত বৃদ্ধিং প্রাপ্নোতি চ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—ঘৃত দ্বারা অগ্নি যেরূপ নির্ব্বাপিত হয় না, পরন্তু উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ কাম্যবস্তুর উপভোগের দ্বারা ভোগপিপাসা বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে, উপশম প্রাপ্ত হয় না ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—ননু যাবাংস্তে কামস্তাবানেব ততোঽপ্যধিকপ্রমাণো বা বিষয় উপভুজ্যতাং মহাসম্পন্নস্য তব স্রক্‌চন্দনবনিতাদি-বিষয়াণাং কিমল্পত্বমিত্যত আহ। ন জাত্বিতি। কৃষ্ণবর্ত্মা অগ্নিঃ। তস্মাদ-শান্তকামস্য সদা দুঃখমেবেত্যতঃ শান্তকাম এব সুখীতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—তোমার যত কামনা আছে তত, অথবা তাহা অপেক্ষাও অধিক পরিমাণ বিষয় ভোগ কর, স্রক্-চন্দন-বণিতাদি বিষয়ের কি তোমার অল্পতা আছে? তাহাতে বলিতেছেন —'ন জাতু' ইত্যাদি, অর্থাৎ কাম্য বিষয়সমূহের উপভোগ দ্বারা কখনও কামনার উপশম হয় না, পরন্তু ঘৃত দ্বারা অগ্নি যেরূপ অত্যধিক প্রজ্জ্বলিত হয়, সেরূপ ভোগ দ্বারাও কামনার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই ঘটিয়া থাকে। এইহেতু অশান্তকামের সর্ব্বদা দুঃখই, অতএব শান্তকামীই সুখী—এই ভাব ॥ ১৪ ॥

যদা ন কুরুতে ভাবং সর্ব্বভূতেষ্বমঙ্গলম্।
সমদৃষ্টেস্তদা পুংসঃ সর্ব্বাঃ সুখময়া দিশঃ ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—যদা (যস্মিন্ কালে) সর্ব্বভূতেষু (সর্ব্বপ্রাণিষু পুমান্) অমঙ্গলং ভাবং (রাগদ্বেষাদি-বৈষম্যং) ন কুরুতে (সমাচরতি), তদা সমদৃষ্টেঃ (সর্ব্বভূতেষু সমদৃষ্টিসম্পন্নস্য) পুংসঃ (পুরুষস্য) সর্ব্বাঃ দিশঃ সুখময়াঃ (সুখময্যঃ ভবন্তি) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—পুরুষ যখন সর্ব্বপ্রাণীতে রাগদ্বেষাদি বৈষম্য দৃষ্টি করেন না, তৎকালে তিনি সমদৃক্ হন, সেই সমদৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষের সর্ব্ব দিকই সুখময় হইয়া উঠে। ১৫॥

বিশ্বনাথ—শান্তকামস্যাসাধারণং লক্ষণমাহ—যদেতি সর্ব্বভূতেষু স্বদ্বেষ্টৃষ্বপি অমঙ্গলং দ্বেষং ন কুরুত ইতি। স্বসম্মানাদিকামসত্ত্বে এবাবমানাদি-কর্ত্তরি দ্বেষঃ সম্ভবেদিতি ভাবঃ। সমদৃষ্টেঃ ব্যব-হারিকনিন্দা-স্তুত্যাদিষু তুল্যবুদ্ধেঃ সুখময়া সুখময্যঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শান্তকামের অসাধারণ লক্ষণ বলিতেছেন—'যদা' ইত্যাদি। 'সর্ব্বভূতেষু'—সকল প্রাণীর প্রতি, এমন কি যাহারা তাহার বিদ্বেষী, তাহা-দের প্রতিও যিনি দ্বেষ করেন না। নিজ সম্মানাদি প্রাপ্তির কামনা থাকিলেই অপমানকারীর প্রতি দ্বেষ-ভাব উৎপন্ন হইতে পারে—এই ভাব। 'সমদৃষ্টেঃ' —ব্যবহারিক নিন্দা, স্তুতি প্রভৃতিতে সমদৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট নিখিল জগৎ সুখময়রূপে অনুভূত হয়। 'সুখময়াঃ'—সুখময্যঃ, এখানে স্ত্রীলিঙ্গ দিক্-শব্দের বিশেষণ বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গ হইবে ॥ ১৫ ॥

যা দুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভির্জীর্য্যতো যা ন জীর্য্যতি।
তাং তৃষ্ণাং দুঃখনিবহাং শর্ম্মকামো দ্রুতং ত্যজেৎ ॥

অন্বয়ঃ—দুর্ম্মতিভিঃ (বিষয়াসক্তজীবৈঃ) যা (তৃষ্ণা) দুস্ত্যজা (অতিদুঃখেন ত্যক্তুং শক্যা) জীর্য্যতঃ (জীর্ণতাং প্রাপ্তস্য জনস্যাপি) যা (তৃষ্ণা) ন জীর্য্যতি (পরিসমাপ্তিং ন গচ্ছতীত্যর্থঃ), শর্ম্মকামঃ (সুখাভিলাষী জনঃ) তাং দুঃখনিবহাং (দুঃখানি নিতরাং বহতীতি তথা তাম্) তৃষ্ণাং দ্রুতম্ ত্যজেৎ (বিসৃজেৎ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—বিষয়াসক্ত দুর্ব্বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পক্ষে যাহা অত্যন্ত কষ্টজনক, স্বয়ং জরাগ্রস্ত হইলেও যাহা জীর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় না, সেই দুঃখরাশি-বহন-কারিণী ভোগপিপাসাকে সুখাভিলাষী ব্যক্তি অতি শীঘ্র পরিত্যাগ করিবেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বসংহর্ত্তা কালোঽপি কামনায়াঃ সংহারে ন হেতুরিত্যাহ যেতি। যদ্বা; দুরুপশমায়া অপি কামনায়া উপশমে সাধনমাহ—যেতি জীর্য্যতঃ জরাং প্রাপ্নুবতোঽপি লোকস্য শর্ম্মকাম স্বশত্রূণামপি যো মঙ্গলং কাময়তে সঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সর্ব্বসংহর্ত্তা কালও কামনার সংহারে সমর্থ নহে, ইহা বলিতেছেন—'যা' ইত্যাদি। অথবা—দুরুপশমা হইলেও সেই কামনার উপশমের সাধন (উপায়) বলিতেছেন—'যা' ইত্যাদি, অর্থাৎ, যে বিষয়তৃষ্ণা জরাজীর্ণ ব্যক্তিকেও ত্যাগ করে না, 'শর্ম্মকামঃ'—যিনি নিজ শত্রুগণেরও মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করেন, সেই কল্যাণকামী ব্যক্তি অশেষ দুঃখের বাহন বিষয়তৃষ্ণাকে সত্বর পরিত্যাগ করিবেন ॥ ১৬ ॥

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—মাত্রা, স্বস্রা (ভগিন্যা) দুহিত্রা বা (কন্যয়া) অবিবিক্তাসনঃ (অবিবিক্তং সঙ্কীর্ণম্ আসনং যস্য সঃ তথাভূতঃ) ন ভবেৎ, (যতঃ) বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রামঃ (ইন্দ্রিয়সমূহঃ) বিদ্বাংসং (জ্ঞানবন্তম্) অপি কর্ষতি (আকর্ষতি) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—মাতা, ভগিনী ও কন্যার সহিত একাসনে উপবেশন করা উচিত নহে। যেহেতু বলবান্ ইন্দ্রিয়সমূহ বিদ্বান্ ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ স্ত্রীবিষয়ঃ কামস্তু সদাচারেণৈব শাম্যতীতি সদাচারং দর্শয়তি মাত্রেতি, অবিবিক্তম্ অপৃথগ্‌ভূতমাসনং যস্য সঃ। বিদ্বাংসমপ্যাকর্ষতি ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, স্ত্রীবিষয়ক কামনা কিন্তু সদাচারের দ্বারাই উপশম প্রাপ্ত হয়, এই বিষয়ে সদাচার দেখাইতেছেন—'মাত্রা' ইত্যাদি, অর্থাৎ মাতা, ভগিনী কিম্বা কন্যার সহিত নির্জ্জনে এক আসনে অথবা সংলগ্নভাবে অবস্থান করিবে না। যেহেতু প্রবল ইন্দ্রিয়বর্গ 'বিদ্বাংসম্ অপি'—জ্ঞানী ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

পূর্ণং বর্ষসহস্রং মে বিষয়ান্ সেবতোঽসকৃৎ।
তথাপি চানুসবনং তৃষ্ণা তেষূপজায়তে ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—অসকৃৎ (নিরন্তরং) বিষয়ান্ সেবতঃ (সেবমানস্য) মে (মম) বর্ষসহস্রং পূর্ণম্ (অভূৎ), তথাপি চ (বহুকালব্যাপি ভোগসত্ত্বেঽপি) তেষু (বিষয়েষু) অনুসবনং তৃষ্ণা উপজায়তে ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—বহুবার বিষয়সমূহ ভোগ করিতে করিতে আমার পূর্ণ সহস্রবর্ষ অতিবাহিত হইল, তথাপি প্রতিদিন তাহাতে পিপাসা বৃদ্ধি হইতেছে ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—বিষয়াভিনিবেশস্য কালদুর্জ্জরত্বেঽহমেব দৃষ্টান্ত ইত্যাহ পূর্ণমিতি ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিষয়ের অভিনিবেশ কালও জীর্ণ (ক্ষয়) করিতে পারে না, তদ্বিষয়ে আমিই দৃষ্টান্ত, ইহা বলিতেছেন—'পূর্ণং' ইত্যাদি, অর্থাৎ নিরন্তর বিষয়রাশি উপভোগ করিতে করিতে আমার সহস্র বৎসর পূর্ণ হইল, তথাপি সেই বিষয়ের প্রতি প্রতিদিন আমার তৃষ্ণা বৃদ্ধি পাইতেছে ॥ ১৮ ॥

তস্মাদেতামহং ত্যক্ত্বা ব্রহ্মণ্যধ্যায় মানসম্।
নির্দ্বন্দ্বো নিরহঙ্কারশ্চরিষ্যামি মৃগৈঃ সহ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ (হেতোঃ) অহম্ এতাং (তৃষ্ণাং) ত্যক্ত্বা (বিহায়) ব্রহ্মণি (বাসুদেবে) মানসং (মনঃ) অধ্যায় (সন্নিবেশ্য) নির্দ্বন্দ্বঃ (শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বৈরনভিভূতঃ) নিরহঙ্কারঃ (কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্যঃ সন্) মৃগৈঃ সহ চরিষ্যামি (বনং প্রবিশামীত্যর্থঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—অতএব এই সকল ভোগপিপাসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমি পরব্রহ্মে মনঃসন্নিবেশপূর্ব্বক সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বভাবরহিত ও নিরহঙ্কার হইয়া মৃগগণের সহিত ভ্রমণ করিব ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তর্হি কস্মাৎ তস্যা উপশমস্তত্র ভগবদ্রূপগুণাদৌ মনো বিধানাদিত্যাহ—মানসম্ আধায়েতি নিরাকারস্য ধ্যানং ন সম্ভবতীতি সাকারে ব্রহ্মণীত্যর্থঃ। 'ভাগবতীং গতিং লেভে' ইত্যগ্রেতনোক্তেশ্চ। মৃগৈঃ সহেতি এতাবন্তং কালং ভবত্যাঃ ক্রীড়ামৃগঃ সন্ গৃহাঙ্গনে নৃত্যমকরবম্, অতঃপরন্তু বনে মৃগৈঃ কৃষ্ণসারৈঃ সহৈবং কৃষ্ণলীলামগ্নো নর্ত্তিষ্যামীতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, তাহা হইলে কি প্রকারে সেই বিষয়তৃষ্ণার উপশম হইবে ?

তাহার উত্তর বলিতেছেন—শ্রীভগবানের রূপ ও গুণাদিতে মন সমর্পণের দ্বারা, ইহাই পরিস্ফুট করিতেছেন—'মানসম্ আধায়' ইত্যাদি। নিরাকারের ধ্যান সম্ভব নহে বলিয়া সাকার ব্রহ্মে চিত্ত সমর্পণ করিলেন, এই অর্থ। পরেও বলিবেন—'ভাগবতীং গতিং লেভে' (২৫ শ্লোক), অর্থাৎ মহারাজ যযাতি পরব্রহ্ম বাসুদেবে ভাগবতী গতি লাভ করিয়াছিলেন। 'মৃগৈঃ সহ'—এতকাল পর্য্যন্ত তোমার ক্রীড়ামৃগ হইয়া গৃহাঙ্গনে নৃত্য করিয়াছি, অতঃপর বনে কৃষ্ণসার মৃগগণের সহিত, পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণকেই যাঁহারা সার করিয়াছেন, তাদৃশ ভক্তজনের সহিত কৃষ্ণলীলাতে নিমগ্ন হইয়া নৃত্য করিব—এই ভাব ॥ ১৯ ॥

দৃষ্টং শ্রুতমসদ্‌বুদ্ধা নানুধ্যায়েন্ন সন্দিশেৎ।
সংসৃতিঞ্চাত্মনাশঞ্চ তত্র বিদ্বান্ স আত্মদৃক্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(যঃ) দৃষ্টম্ (ঐহিকং ভোগবিষয়ং) শ্রুতং (পারত্রিকভোগবিষয়ং স্বর্গাদিরূপম্) অসদ্‌বুদ্ধা (অপুরুষার্থরূপং বিজ্ঞায়) ন অনুধ্যায়েৎ (চিন্তয়েৎ), ন সন্দিশেৎ (ন চ উপভুঞ্জীত), তত্র (দৃষ্টশ্রুতয়োরনুধ্যানাদৌ) সংসৃতিং চ (সংসরণং স্খলনমিত্যর্থঃ) আত্মনাশং চ (আত্মঘাতং চ) বিদ্বান্ (জানন্) সঃ আত্মদৃক্ (আত্মদর্শী ভবতি) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—যিনি ঐহিক, পারত্রিক ভোগ্যবিষয়সমূহ অনিত্য জানিয়া ঐ সকল বিষয়ের চিন্তা ও উপভোগ করেন না তিনিই আত্মদর্শী। তিনি জানেন যে, ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়সমূহের অনুক্ষণ চিন্তায় সংসারবন্ধন ও আত্মনাশ হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—তত্ত্ববিচারেণাপি বিষয়ধ্যানং ত্যক্তুং ভগবদ্ধ্যানপরিপাকে সত্যেব শক্নুয়াদিত্যাহ দৃষ্টমিতি। য আত্মদৃক্ ধ্যানেনাত্মানং ভগবন্তং পশ্যতি স এবং দৃষ্টং শ্রুতঞ্চ বিষয়সুখম্ অসদ্ অসাধুত্বাদরোচকং বুদ্ধা ন পুনঃ পুনর্ধ্যায়েদ্ ন চোপভুঞ্জীত। কিঞ্চ তত্র দৃষ্টশ্রুতধ্যানে এব সংসৃতিম্ আত্মনাশমাত্মঘাতঞ্চ বিদ্বান্ জানন্ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তত্ত্ববিচারেও বিষয়ধ্যানের পরিহার ভগবদ্ধ্যানের পরিপাকেই সম্ভব, ইহা বলিতেছেন—'দৃষ্টং শ্রুতং' ইত্যাদি। 'আত্মদৃক্'—যিনি ধ্যানের দ্বারা পরমাত্মা শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করেন, তিনি এইরূপ দৃষ্ট ও শ্রুত, অর্থাৎ ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়সুখকে 'অসৎ'—অনিত্য, অসাধুত্বহেতু অরোচক জানিয়া পুনঃ পুনঃ ধ্যান করিবেন না, অর্থাৎ উহার উপভোগ করিবেন না, বরং সেই ভোগ্যবিষয়ের চিন্তাতেই সংসার-বন্ধন ও আত্মার অধঃপতন হয়—ইহা বিবেচনা করিবেন ॥ ২০ ॥

ইত্যুক্ত্বা নাহুষো জায়াং তদীয়ং পূরবে বয়ঃ।
দত্ত্বা স্বজরসং তস্মাদাদদে বিগতস্পৃহঃ ॥২১॥

অন্বয়ঃ—নাহুষঃ (যযাতিঃ) জায়াং (দেবযানীং) ইতি উক্ত্বা (এবং কথয়িত্বা) পূরবে (কনিষ্ঠসুতায়) তদীয়ং বয়ঃ দত্ত্বা (প্রত্যর্প্য) বিগতস্পৃহঃ (সন্) তস্মাৎ (পুরোঃ) স্বজরসং (নিজজরাং) আদদে (গৃহীতবান্) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—রাজা যযাতি পত্নী দেবযানীকে এই বলিয়া কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে তদীয় বয়স প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক স্পৃহাশূন্য হইয়া তাহার নিকট হইতে নিজ জরা গ্রহণ করিলেন ॥ ২১ ॥

দিশি দক্ষিণপূর্ব্বস্যাং দ্রুহ্যুং দক্ষিণতো যদুম্।
প্রতীচ্যাং তুর্ব্বসুং চক্রে উদীচ্যামনুমীশ্বরম্ ॥২২॥

অন্বয়ঃ—(নাহুষঃ) দক্ষিণপূর্ব্বস্যাং দিশি, দ্রুহ্যুং দক্ষিণতঃ (দক্ষিণস্যাং দিশি), যদুং প্রতীচ্যাং (পশ্চিমায়াং দিশি), তুর্ব্বসুম্ উদীচ্যাম্ (উত্তরস্যাং দিশি), অনুম্ ঈশ্বরং (অধিপতিং) চক্রে (কৃতবান্) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—যযাতি দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে দ্রুহ্যুকে, দক্ষিণদিকে যদুকে, পশ্চিমদিকে তুর্ব্বসুকে ও উত্তরদিকে অনুকে অধীশ্বর করিলেন ॥ ২২ ॥

ভূমণ্ডলস্য সর্ব্বস্য পুরুমর্হত্তমং বিশাম্।
অভিষিচ্যাগ্রজাংস্তস্য বশে স্থাপ্য বনং যযৌ ॥২৩॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বস্য ভূমণ্ডলস্য (পৃথিব্যাঃ) বিশাং (প্রজানাম্) অর্হত্তমং (পূজ্যতমং) পুরুং (কনিষ্ঠসুতম্) অভিষিচ্য (রাজপদে অভিষিক্তং কৃত্বা)

অগ্রজান্ (যদুপ্রভৃতীন্) তস্য (পুরোঃ) বশে (অধীনতায়াং) স্থাপ্য (স্থাপয়িত্বা) বনং যযৌ (গতবান্) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—সমগ্র পৃথিবীর ধনসমূহের আধিপত্যে পুরুকে অভিষিক্ত করিয়া অগ্রজাতপুত্রদিগকে পুরুর অধীনে স্থাপন পূর্ব্বক বনে গমন করিলেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—বিশাং সর্ব্বভূমণ্ডলসম্বন্ধিধনানাম্ অর্হত্তমম্ অতিশয়েনার্হতীতি তম্ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ 'বিশাম্ অর্হত্তমং'—ভূমণ্ডলস্থ সকল ধনের যোগ্যতম অধিকারী পুরুকে (রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণকে তাঁহার অধীনে রাখিয়া মহারাজ যযাতি স্বয়ং বনে গমন করিলেন) ॥ ২৩ ॥

আসেবিতং বর্ষপূগান্ ষড়্‌বর্গং বিষয়েষু সঃ।
ক্ষণেন মুমুচে নীড়ং জাতপক্ষ ইব দ্বিজঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (যযাতিঃ) বর্ষপূগান্ (বর্ষরাশীন্ ব্যাপ্য) বিষয়েষু (ভোগ্যবিষয়েষু) আসেবিতম্ (অভ্যস্তং) ষড়বর্গং (ষড়িন্দ্রিয়সুখং) জাতপক্ষঃ (জাতৌ উৎপন্নৌ পক্ষৌ যস্য সঃ) দ্বিজঃ (পক্ষী) নীড়ং (কুলায়ম্) ইব ক্ষণেন মুমুচে (তত্যাজ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! রাজা যযাতি বহুবর্ষ পর্য্যন্ত বিষয়ভোগে অভ্যস্ত ছিলেন, কিন্তু পক্ষদ্বয় উৎপন্ন হইলে, পক্ষীশাবক যেরূপ নীড় পরিত্যাগ করে, সেইরূপ যযাতিও ইন্দ্রিয়সুখ ক্ষণিকের মধ্যে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—বর্ষপূগানপি ব্যাপ্য বিষয়েষু আ-সম্যক্ সেবিতমাসক্তির্যস্য তথাভূতমপি ষড়িন্দ্রিয়বর্গং ক্ষণেনৈব মুমুচে উপেক্ষত ইন্দ্রিয়াধীনো ন বভূবেত্যর্থঃ। নীড়ং মুমুচে নীড়াধীনো যথা ন ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বর্ষপূগান্'—যযাতি বহু বৎসর ব্যাপী সম্যক্‌রূপে বিষয়সেবায় পরিচালিত নিজ ছয়টি ইন্দ্রিয়কে ক্ষণকালমধ্যেই ত্যাগ অর্থাৎ উপেক্ষা করিলেন অর্থাৎ তিনি আর ইন্দ্রিয়ের অধীন হন নাই, এই অর্থ। 'নীড়ং মুমুচে'—যেমন পক্ষ উদ্‌গমের পর পক্ষী অল্পকালমধ্যেই দীর্ঘকালের আশ্রিত নিজ বাসস্থান ত্যাগ করে, অর্থাৎ আর সেই নীড়ের অধীন হয় না, এই অর্থ ॥ ২৪ ॥

স তত্র নির্ম্মুক্তসমস্তসঙ্গ
আত্মানুভূত্যা বিধূতত্রিলিঙ্গঃ।
পরেঽমলে ব্রহ্মণি বাসুদেবে
লেভে গতিং ভাগবতীং প্রতীতঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—প্রতীতঃ (প্রখ্যাতঃ) সঃ (যযাতিঃ) তত্র (বনে) নির্ম্মুক্তসমস্তসঙ্গঃ (নির্ম্মুক্তঃ ত্যক্তঃ সঙ্গঃ আসক্তির্যেন স তথাভূতঃ) আত্মানুভূত্যা (আত্মানাত্মবিবেকেন) বিধূতত্রিলিঙ্গঃ (বিধূতং নিরস্তং ত্রিগুণাত্মকং লিঙ্গং যেন সঃ) পরে (শ্রেষ্ঠে) অমলে (গুণাতীতে) ব্রহ্মণি বাসুদেবে (পরব্রহ্মণি ভগবতি বাসুদেবে) ভাগবতীং গতিং (ভক্তপদবীং) লেভে (প্রাপ্তবান্) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—রাজা যযাতি বনমধ্যে সর্ব্বাসক্তিরহিত এবং আত্মানুভূতি-প্রভাবে ত্রিগুণাত্মক উপাধিশূন্য হইয়া গুণাতীত, পরমব্রহ্ম, বাসুদেবে ভাগবতী গতি অর্থাৎ তদীয় পার্ষদত্ব লাভ করিলেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—বিধূতং ত্রিগুণাত্মকং লিঙ্গং যেন সঃ। ভাগবতীং ভগবদ্ধাম্নি প্রেমবৎ পার্ষদত্বং, প্রতীতঃ খ্যাতঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিধূত-ত্রিলিঙ্গঃ'—বিশেষরূপে ক্ষালিত হইয়াছে ত্রিগুণাত্মক লিঙ্গ যাঁহা কর্ত্তৃক, অর্থাৎ সুপ্রসিদ্ধ মহারাজ যযাতি গুণত্রয়জাত উপাধি পরিহারপূর্ব্বক 'ভাগবতীং গতিং'—ভগবদ্ধামে প্রেমবৎ পার্ষদদেহ লাভ করিলেন। 'প্রতীতঃ'—বলিতে প্রসিদ্ধ যযাতি ॥ ২৫ ॥

শ্রুত্বা গাথাং দেবযানী মেনে প্রস্তোভমাত্মনঃ।
স্ত্রীপুংসোঃ স্নেহবৈক্লব্যাৎ পরিহাসমিবেরিতম্ ॥২৬॥

অন্বয়ঃ—(সা) দেবযানী স্ত্রীপুংসোঃ স্নেহবৈক্লব্যাৎ (স্নেহবিচ্যুতিবশাৎ) ঈরিতং (কথিতং) পরিহাসম্ ইব (তাং) গাথাং শ্রুত্বা আত্মনঃ প্রস্তোভং (নিবৃত্তিমার্গপ্রোৎসাহনং) মেনে (নির্ণীতবতী) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—স্ত্রী-পুরুষের স্নেহ-বৈক্লব্য বশতঃ পরি-

হাসছলে কথিত ইতিহাস শ্রবণ করিয়া দেবযানী মনে করিয়াছিল যে,—এই ইতিহাস তাহাকে নির্বৃত্তিমার্গে উৎসাহ দিবার নিমিত্তই কথিত হইয়াছে ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—গাথাং ছাগেতিহাসম্ আত্মনঃ স্বস্য প্রস্তোভমুপালম্ভনমেব বস্তুতো মেনে। স্নেহবৈক্লব্যাদেব হেতোঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ পরিহাসতুল্যমুক্তম্। তেন হে দেবযানি! ময়া যত্ত্বং কৃপয়া পানীয়কূপাদুদ্ধৃতাভূঃ তৎ পরিশোধনং ত্বয়া সম্যক্ কৃতং যদহমেতাবন্তং কালং বিষয়মহান্ধকূপে নিপতিত ইতি মৎপতির্যযাতির্মামবোচদিতি দেবযানী জানাতি স্মেতি ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গাথাং'—পূর্ব্বোক্ত ছাগের ইতিহাস শ্রবণ করিয়া দেবযানী 'আত্মনঃ প্রস্তোভম্'—নিজের প্রতি উপালম্ভন (অনুযোগ) বলিয়াই বস্তুতঃ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা স্নেহবৈক্লব্যবশতঃ স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে পরিহাসের ন্যায় উক্ত হইয়াছে। যেমন—হে দেবযানি। আমি তোমাকে কৃপাপূর্ব্বক পানীয়কূপ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম, তাহার প্রতিদান তুমি ভালভাবেই দিলে, যেহেতু এতকাল পর্য্যন্ত আমি বিষয়রূপ মহান্ধকূপে নিপতিত হইয়াছিলাম—এরূপ আমার পতি যযাতি আমাকে বলিতেছেন, ইহা দেবযানী বুঝিয়াছিলেন। [এখানে শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ 'প্রস্তোভ' শব্দের দ্বিতীয় অর্থ নিবৃত্তিমার্গে প্রোৎসাহন বলিয়াছেন, তাহাতে দেবযানী উহা শ্রবণ করিয়া ইহাকে নিজের নিবৃত্তিমার্গাবলম্বনের উৎসাহজনক মনে করিয়াছিলেন—এইরূপ অর্থ।] ॥ ২৬ ॥

সা সন্নিবাসং সুহৃদাং প্রপায়ামিব গচ্ছতাম্।
বিজ্ঞায়েশ্বরতন্ত্রাণাং মায়াবিরচিতং প্রভোঃ ॥২৭॥
সর্ব্বত্র সঙ্গমুৎসৃজ্য স্বপ্নৌপম্যেন ভার্গবী।
কৃষ্ণে মনঃ সমাবেশ্য ব্যধুনোল্লিঙ্গমাত্মনঃ ॥২৮॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (তদনন্তরং) সা ভার্গবী (দেবযানী) ঈশ্বরতন্ত্রাণাং সুহৃদাং (পতিপুত্রাদীনাং) সন্নিবাসং (সুহৃদ্ভিঃ সহবাসমিত্যর্থঃ) গচ্ছতাং প্রপায়াং (জলপানশালায়াং মেলনম্) ইব (ক্ষণিকং) প্রভোঃ (ঈশ্বরস্য) মায়াবিরচিতং (মায়য়া বিরচিতং) বিজ্ঞায় (জ্ঞাত্বা) স্বপ্নৌপম্যেন (স্বপ্ন দৃষ্টান্তেন) সর্ব্বত্র সঙ্গং সমুৎসৃজ্য (স্বপ্নবৎ সর্ব্বে সম্বন্ধা অনিত্যা ইতি নিশ্চিত্য ইত্যর্থঃ) কৃষ্ণে মনঃ সমাবেশ্য (সমর্প্য) আত্মনঃ লিঙ্গং (শরীরং) ব্যধুনোৎ (তত্যাজ) ॥ ২৭-২৮ ॥

অনুবাদ—তাহার পর দেবযানী ঈশ্বরাধীন পতি-পুত্রাদির সহিত সহবাস, পান্থদিগের পানীয়শালায় একত্র মিলনের ন্যায় ক্ষণিক ভগবানের মায়া-কল্পিত সুতরাং স্বপ্নতুল্য অনিত্যজ্ঞানে সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণে মনঃ সন্নিবেশ করিয়া স্বীয় দেহ পরিত্যাগ করিল ॥ ২৭-২৮ ॥

বিশ্বনাথ—প্রভোর্হরেঃ ॥ ২৭-২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রভোঃ'—শ্রীহরির (অর্থাৎ জীবগণের সংসারে সুহৃদ্গণের সহিত মিলন শ্রীহরির মায়ারচিত।) ॥ ২৭-২৮ ॥

নমস্তুভ্যং ভগবতে বাসুদেবায় বেধসে।
সর্ব্বভূতাধিবাসায় শান্তায় বৃহতে নমঃ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে যাযাতং নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—(কথং সমাবেশ্য তদেবাহ—) বেধসে (জগৎস্রষ্ট্রে) সর্ব্বভূতাধিবাসায় (সর্ব্বভূতানাম্ আধার ভূতায়) শান্তায় বৃহতে (ব্রহ্মণে) ভগবতে বাসুদেবায় তুভ্যং নমঃ নমঃ (ইতি নয়নাদিভিঃ মনঃ সমাবেশ্য লিঙ্গং ব্যধুনোৎ ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥২৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত নবমস্কন্ধে একোনবিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—আপনি জগৎ-স্রষ্টা, সর্ব্বভূতাধিবাস, বাসুদেব, শান্ত অত্যন্ত বৃহৎ ব্রহ্মস্বরূপ, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ আপনাকে নমস্কার ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের একোনবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—কেন সাধনেন কৃষ্ণে মন আবেশিতমিতি চেন্নমস্কারধ্যানকীর্ত্তনাদিভিরিত্যাহ নম ইতি। অত্র যদা অম্বরীষঃ সপ্তদ্বীপাধিপতিশ্চক্রবর্ত্তী বভূব তদৈব যযাতিস্তন্মণ্ডলাধ্যক্ষঃ প্রায়ো ভারতবর্ষভূপতিরিত্যবসীয়তে। ব্রহ্ম-মরীচি-কশ্যপ-বিবস্বৎ-শ্রাদ্ধ-

দেব-নভগ-নাভাগাম্বরীষাস্তথা ব্রহ্মাত্রি-চন্দ্র-বুধ-পুরূরব-আয়ু-নহুষ-যযাতয় ইতি ব্রহ্মাতস্তয়োরষ্টমপুরুষত্বাৎ। অতএবাম্বরীষসঙ্গপ্রভাবাদেব তাদৃশবিষয়লম্পটস্যাপি যযাতেস্তাদৃশী ভক্তির্যযাতেশ্চ সঙ্গাদ্দেবযান্যাশ্চ। কিঞ্চৈবমেব সূর্য্যবংশচন্দ্রবংশয়োর্যুগপৎ প্রবৃত্তয়োর্যদা সূর্য্যবংশ্যঃ সপ্তদ্বীপাধিপতিশ্চক্রবর্ত্তী স্যাত্তদা চন্দ্রবংশ্যস্তন্মণ্ডলাধ্যক্ষো রাজা, যদা চন্দ্রবংশ্যশ্চক্রবর্ত্তী তদা সূর্য্যবংশ্যো রাজেত্যুভয়বংশ্যানাং ব্যবস্থয়া চক্রবর্ত্তিত্বরাজত্বে জ্ঞেয়ে ॥ ২৯ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একোনবিংশো নবমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তীঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে একোনবিংশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নমস্তুভ্যং'—যদি বলেন, কি সাধনের দ্বারা দেবযানী শ্রীকৃষ্ণে মন অভিনিবিষ্ট করিয়াছিলেন? তাহাতে বলিতেছেন—নমস্কার, ধ্যান ও কীর্ত্তনাদির দ্বারা। এখানে এরূপ বিবেচনীয়—যখন অম্বরীষ সপ্তদ্বীপাধিপতি চক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন, তৎকালে যযাতি মণ্ডলাধ্যক্ষ ভারতবর্ষের রাজা ছিলেন। ব্রহ্মা, মরীচি, কশ্যপ, বিবস্বান্, শ্রাদ্ধদেব, নভগ, নাভাগ এবং অম্বরীষ; তদ্রূপ ব্রহ্মা, অত্রি, চন্দ্র, বুধ, পুরূরবা, আয়ু, নহুষ ও যযাতি—এইরূপ ব্রহ্মা হইতে উভয় বংশের অষ্টম পুরুষত্ব। অতএব অম্বরীষের সঙ্গপ্রভাবেই তাদৃশ বিষয়লম্পট যযাতিরও এই প্রকার ভক্তি হইয়াছিল এবং যযাতির সঙ্গবশতঃ দেবযানীরও।

আরও, এইরূপ সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশের যুগপৎ প্রবৃত্তি হইলেও যখন সূর্য্যবংশীয় কেহ সপ্তদ্বীপের অধিপতি চক্রবর্ত্তী হন, তখন চন্দ্রবংশীয় কেহ সেই মণ্ডলাধ্যক্ষ রাজা, আবার যখন চন্দ্রবংশীয় কেহ চক্রবর্ত্তী হন, তখন সূর্য্যবংশীয় কেহ রাজা হন—এইরূপ উভয় বংশীয়গণের ব্যবস্থার দ্বারা চক্রবর্ত্তিত্ব ও রাজত্ব বুঝিতে হইবে ॥ ২৯ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার নবম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের একোনবিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯।১৯ ॥

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থ-ভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীমদ্ভাগবতে-নবমস্কন্ধ-তাৎপর্য্যে একোনবিংশাধ্যায়ঃ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের একোনবিংশ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের একোনবিংশ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের একোনবিংশাধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।